বঙ্গসাহিত্যে নারী

৪৩

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্গসাহিত্যে নারী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ মাঘ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

স্বীকৃতি

বঙ্গসাহিত্যে নারী ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রাবলীর অধিকাংশ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী দিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত মানকুমারী বসু ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর তৈলচিত্র ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত লাবণ্যপ্রভা সরকারের চিত্র বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর চিত্র শ্রীঅতুল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহারই সৌজন্যে প্রাপ্ত; কৃষ্ণভাবিনী দাসের চিত্র মিস্ লার্চার অঙ্কিত প্রতিকৃতির অনুকৃতি। বঙ্গসাহিত্যে নারী গ্রন্থে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর চিত্রখানি শিল্পী উইলিয়ম আর্চার কর্তৃক অঙ্কিত।

লেখিকাদের আত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গের নিকট হইতেও অনেকগুলি ছবি পাওয়া গিয়াছে, যথা, শ্রীঅমিয়া ঠাকুর—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী; শ্রীঅশ্রুভূষণ দাসগুপ্ত—অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত; শ্রীকল্যাণী মল্লিক—হিরণ্ময়ী দেবী; শ্রীকানাইলাল সরকার—রাসসুন্দরী দেবী, শ্রীসরলাবালা দাসী; শ্রীগণেশচন্দ্র গুহ—শ্রীবিনয়কুমারী ধর, প্রমীলা নাগ; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—শ্রীহেমলতা দেবী; শ্রীদীপক চৌধুরী—সরলা দেবী; শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী—বনলতা দেবী; শ্রীমীরা সেন—কামিনী রায়; শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়—সারদাসুন্দরী দেবী, মোহিনী দেবী; শ্রীসুকুমার মিত্র—লজ্জাবতী বসু, কুমুদিনী বসু; শ্রীরণজিৎ রায়—শ্রীনিরুপমা দেবী। শ্রীঅমিতা ঠাকুর, শ্রীঅশোকা রায়, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের নিকট হইতেও চিত্রসংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গত শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যেসকল মহিলা বিশিষ্টতা অর্জন করেন এই গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় ও রচনাপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে; গ্রন্থশেষে বর্তমান শতাব্দীর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মহিলা-সাহিত্যিকগণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই।

স্বর্ণকুমারী দেবী ।

কামিনী রায়

সরলা দেবী

দেড় শত বৎসর পূর্বে—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। প্রধানত সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুর-প্রাচীর মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল; মেয়েরা ঘরে বসিয়া শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে বিদ্যাচর্চা করিতেন। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গ�ৌরীশঙ্কর তর্ক-বাগীশ একবার স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :

"কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, *প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিতরূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র *প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা *প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ভয় করিতেন।..শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা [সুরসুন্দরী দেবী] বর্তমানা থাকিলে মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা প্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম..। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব [সাতু বাবু] মহাশয়ের কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দ্দু ভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষত শিল্পবিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলণ্ডদেশীয়া প্রধানা শিল্পকারিকারাও তাঁহার শিল্পকর্ম্মদর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন।" (৩১ মে, ১৮৪৯)

ইহা ত হইল সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কথা। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না; বরং প্রাচীনাদের অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, যে-মেয়ে লেখাপড়া করে সে "রাঁড়" (বিধবা) হয়। এই শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে সহমরণ-বিষয়ে বাদানুবাদে এক স্থলে প্রতিপক্ষকে বলিয়াছিলেন :

"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

যে-সময়ে রামমোহন এই তিরস্কার-বাণী উচ্চারণ করেন, ঠিক সেই বৎসরেই কলিকাতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ের সূচনা হয়।

অন্যান্য অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের ন্যায়, অগ্রণী হিসাবে ইহার গৌরবও মিশনরীদেরই প্রাপ্য। তাঁহাদেরই নিরলস চেষ্টায় অচিরাৎ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সূত্রপাত হয়। এই ব্যাপারে তাঁহারা কয়েকজন দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির—যথা, সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, কলিকাতা স্কুল-বুক ও স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, জোড়াসাঁকো-রাজপরিবারের রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। গৌরমোহন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক—অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে প্রকাশিত এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে সময় সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েরা বিদ্যাচর্চায় কত দূর অনগ্রসর ছিলেন তাহার একটি চিত্র পাওয়া যাইবে :

"প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রী-লোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া

যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাংগা কপাল যদি ভাংগে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাটরংগ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁপটি ছুঁড়ি বেটাছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অংকুরে জানা যায়।" পৃ ১-৪

কিন্তু এত করিয়াও মিশনরী-পরিচালিত বালিকাবিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ ইঁহাদের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা যে অবিমিশ্র সদিচ্ছাপ্রসূত ছিল না, খ্রীস্টধর্ম বিস্তারই যে মুখ্য লক্ষ্য ছিল, তাহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র দরিদ্র-ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নবর্ণের ছাড়া কোনো শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই

বাধা সর্ব্বপ্রথম দূর করেন, তৎকালীন সরকারী শিক্ষা-সংসদের সভাপতি ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন)। তিনি রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ এদেশের কয়েক-জন সুসন্তানের সহায়তায় ১৮৪৯ সনের ৭ই মে কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় (বর্তমানে বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।(১) তদবধি দেশে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিকালমধ্যে আমরা কোনো কোনো বঙ্গমহিলাকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তাঁহাদের রচিত কবিতাবলী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়; উহা 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭২), লেখিকা—কৃষ্ণকামিনী দাসী।(২) গুপ্ত-কবি ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮-১১-১৮৫৬) লেখেন :

> "আমরা পরমানন্দ-সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে 'চিত্তবিলাসিনী' নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এ-দেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ,..অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনী-মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা।"

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (দ্র° ১৫, ২৬, ৩০ মে, ১৮৪৯) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৪ মে), এই বিদ্যালয়টিকে 'বিক্টরিয়া বালিকাবিদ্যালয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় ইহা এই নামেই পরিচিত ছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

২ মিসেস মুলেন্স (Mullens) ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে "স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত" 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (পৃ ৩০৬) প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইনি একজন বঙ্গমহিলা, চক্রবেড়িয়া-নিবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, পাদরি মুলেন্সকে বিবাহ করেন। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সম্বন্ধে পাদরি লং তাঁহার পুস্তক-তালিকায় এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন : "In the guise of fiction, written for native Christian women, to shew the practical effects of Christianity in forming marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children and women's duty to the poor and sick, the bad effects of debt, and of secluding females; of domestic economy, cleanliness, cheerfulness, industry, attending God's house, reading the Bible. Appended to it is a very useful list of suitable names for Native Children."

রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য কাব্যখানির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

দয়া ছাড়া ধর্ম নাই।

পুরুষের উক্তি : ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥
বয়েসে নবীন অতি রূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর॥
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি॥

কামিনীর উক্তি : আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায়॥
একি তব রীত, হেরি বিপরীত,
নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে, এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়॥
আলাপ করিতে, বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারী জেতে, তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কায॥..

পু। দেবগণ মধ্যে হয় আমার বসতি।
ধর্ম্ম নামে খ্যাত আমি শুন রসবতি॥
সমাদরে যারা করে আমার সাধন।
তাদের শরীরে করি সতত ভ্রমণ॥
মর্ত্ত্যলোকে সেই হেতু আমার বসতি।
আপন বৃত্তান্ত ধনি কহ লো সম্প্রতি॥

কা। প্রবৃত্তির কন্যা আমি দয়া নামে খ্যাত।
শ্রদ্ধা নামে ভগ্নী মম জগতে বিদিত॥
মর্ত্ত্যলোকে মহাত্মাগণের অন্তরেতে।
নিবাস আমার তাই ভ্রমি হেনমতে॥

সুরগণ শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম মহামতি।
এরূপ ব্যাভার কেন অবলার প্রতি॥
তোমার উচিত কভু না হয় এমন।
ছাড় ছাড় পথ করি স্বস্থানে গমন॥ ..

পু। দয়া ছাড়া ধর্ম্ম বল আছে কোন থানে।
যেখানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে॥
অতএব কেন কর এমন ভাবনা।
দয়া ছাড়া ধর্ম্ম প্রিয় কখন হবে না॥
দয়া হীনে ধর্ম্মের নাহিক হয় গতি।
দয়া ধর্ম্ম দুয়ে হয় একাধারে স্থিতি॥

কা। শপথ করিতে যদি পার মহাশয়।
তবে সে আমার ইথে হইবে প্রত্যয়॥
যেখানেতে রব আমি সেইখানে রবে।
তিলেক তিলার্দ্ধ নাহি ছাড়াছাড়ি হবে॥
তুমি ধর্ম্মরাজ হও সত্যের আশ্রয়।
ত্রিসত্য করিলে পরে ঘুচিবে সংশয়॥ ..

দুই জনে সত্য বন্ধ করি হেন মতে।
পারিজাত হার ছিল দোঁহার সনেতে॥
আপন আপন করে লইয়ে আপন।
উভয়ে উভয় গলে করিল অর্পণ॥
হেন কালে আচম্বিতে নিদ্রাভঙ্গ হলো।
কিছু নাহি জানিলাম পরে কি ঘটিল॥

'চিত্তবিলাসিনী'র প্রকাশকাল হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে (১৮৫৬-৬৬) আমরা আরও সাতজন গ্রন্থকর্ত্রীর সন্দর্শন পাই।(৩) ইঁহাদের নাম ও রচনা :

১। বামাসুন্দরী দেবী (পাবনা) : 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।' ৪ বৈশাখ ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ২০।

৩ *General Report on Public Instruction . . for* 1865-666 (p. 111) and 1866-67 (p. 82).

এই সন্দর্ভটির ভূমিকায় লোকনাথ মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :

"ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না, বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।"

২। হরকুমারী দেবী (কালিঘাট) : 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' (কাব্য) ..১২ আশ্বিন ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ৮৪। পুস্তকে লেখিকা নিজ নাম এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"পঞ্চমীতে যেই দ্রব্য না করে ভক্ষণ।
তার আদ্য বর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ॥
কর্কট মিথুন রাশে হয় যেই নাম।
রচয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম॥"

৩। কৈলাসবাসিনী দেবী (দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী) : 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (সন্দর্ভ)..১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৭২। 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'..১৭৮৭ শক (ইং ১৮৬৫)। পৃ. ৩৯।

৪। মার্থা সৌদামিনী সিংহ : 'নারীচরিত'..ইং ১৮৬৫। পৃ. ৯৪।

৫। রাখালমণি গুপ্ত : 'কবিতামালা'..ইং ১৮৬৫। পৃ. ৭২।

৬। কামিনীসুন্দরী দেবী (শিবপুর) : 'উর্বশী নাটক'..১২৭২ সাল (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৮৫।

গ্রন্থকর্ত্রীর নাম "দ্বিজতনয়া" আছে। কিন্তু ইঁহার পরবর্তী পুস্তক 'বালা বোধিকা'য় (ইং ১৮৬৮) "উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত" মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে কামিনীসুন্দরীই প্রথমে নাটকরচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

৭। বসন্তকুমারী দাসী (বরিশাল) : 'কবিতামঞ্জরী'।

একে যথোচিত শিক্ষার অভাব, তাহার উপর সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা—ইহা স্মরণ করিলে স্বল্পশিক্ষিতা এইসকল কুলবালার প্রথমোদ্যম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না।

ক্রমশ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেও বঙ্গমহিলারা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' বামাগণের রচনার জন্য পত্রিকার কয়েক পৃষ্ঠা উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। চারি দিকেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন মাথা তুলিল। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সরকার বেথুন কলেজের সহিত একটি শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের সূচনা করিলেন; কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ-গুলিও, বিশেষত কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দল, স্ত্রীশিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল। যে-সকল মহিলা ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অশিক্ষিতা ভগ্নীগণকে বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সহিত পরবর্তী দশ-এগার বৎসরে সাহিত্য-মন্দিরের পূজারিণীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাদের দান কেবলমাত্র সাহিত্যের কাব্য-বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইঁহাদের সকলের নামধাম ও রচনার দীর্ঘ তালিকা না দিয়া মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করিলেই চলিবে; তাঁহারা

নবীনকালী দেবী : 'কামিনী কলঙ্ক' (উপন্যাস) .. এপ্রিল ১৮৭০।
হেমাঙ্গিনী : 'মনোরমা' (আখ্যায়িকা) .. জুলাই ১৮৭৪।
সুরাঙ্গিনী দেবী (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পত্নী) :
'তারাচরিত' (রাজস্থানীয় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা) .. জানুয়ারি ১৮৭৫।
ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণী : 'রূপ-জালাল' (প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা) .. ঢাকা ১৮৭৬।
রাসসুন্দরী (কিশোরীলাল সরকারের মাতা) :
'আমার জীবন' .. ডিসেম্বর ১৮৭৬।(৪)

৪ প্রথম সংস্করণের পুস্তকের এই প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। স্মৃতিকথায় সন-তারিখের গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক; রাসসুন্দরী লিখিয়াছেন : "১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন আমার বয়ঃক্রম ঊনষাইট বৎসর ছিল।"

শেষোক্ত গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য ; ইহা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত আত্মকথা। রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'আমার জীবন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম দয়ামাধব, তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কূল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও, আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল, আমরা দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া কত ডাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব স্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

"সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদিকর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভাল বাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

"বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, তাহাই শুনিয়া থাকি, এই মাত্র জানি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, এজন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।"

২

গত শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন এক প্রতিভাশালিনী মহিলা আবির্ভূত হইলেন যাঁহার গদ্য-পদ্যে আমরা সর্বপ্রথম শিল্পসুষমার আস্বাদ পাইলাম, যাঁহার হাতে বঙ্গভারতীর বীণায় মৌলিক নারী-সুর ঝংকৃত হইল; ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রতিভার যাদুস্পর্শে সর্বপ্রথম ইঁহার রচনাই রসমণ্ডিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্প উপন্যাস, কবিতা গান, নাটক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহার দান স্বীকৃত হইতে থাকে। এই সাফল্যের প্রভাব অচিরাৎ পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হইতে শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

স্বর্ণকুমারী দেবী। আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা; রবীন্দ্রনাথের ভগিনী। ১৮৬৭ সনের ১৭ই নবেম্বর ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার দান সুবিপুল। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :

১ দীপ-নির্ব্বাণ (উপন্যাস) : ১২৮৩ সাল (১৫-১২-১৮৭৬)। পৃ ৩২১।
২ বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য) : ১৮০১ শক (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ ৪০।
৩ ছিন্নমুকুল (উপন্যাস) : (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ ২৩৮।
৪ মালতী (উপন্যাস) : ১২৮৬ সাল (২৫-৩-১৮৮০)। পৃ ৪৪।
৫ গাথা : ১২৮৭ সাল (২০-১২-১৮৮০)। পৃ ৯৫।
৬ পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) : আশ্বিন ১২৮৯ (২৭-৯-১৮৮২)। পৃ ১৮৪।

৭ সখিসমিতি : ১২৯৩ সাল (১২-৮-১৮৮৬)। পৃ ২৪।
৮ মিবাররাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭-৬-১৮৮৭)। পৃ ৮০।
৯ হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : পৌষ ১২৯৪ (৮-১-১৮৮৮)। পৃ ২৫৬।
১০ বিদ্রোহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ (৯-৮-১৮৯০)। পৃ ২৮২।
১১ বিবাহ-উৎসব (গীতি-নাট্য) : (১৩-৫-১৮৯২)। পৃ ২৩।
১২ নবকাহিনী (ছোট গল্প) : (১৭-৮-১৮৯২)। পৃ ১২৮।
১৩ স্নেহলতা বা পালিতা (উপন্যাস) :
১ম খণ্ড। ১২৯৯ সাল (১৩-১০-১৮৯২)। পৃ ২৩৮।
২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯ (১৫-৩-১৮৯৩)। পৃ ১৮২।
১৪ ফুলের মালা (উপন্যাস) : (১২-৩-১৮৯৫)। পৃ ১৫৯।
১৫ কবিতা ও গান : কার্তিক ১৩০২ (১-১২-১৮৯৫)। পৃ ২৪০।
১৬ কাহাকে? (উপন্যাস) : জুলাই ১৮৯৮। পৃ ১২১।
১৭ কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা : ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ ৮১।
১৮ দেবকৌতুক (কাব্যনাট্য) : ১৩১২ সাল (২৬-২-১৯০৬)। পৃ ৯৬।
১৯ কনে-বদল (প্রহসন) : বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১৯০৬। পৃ ৫৮।
২০ পাকচক্র (প্রহসন) : (২৮-২-১৯১১)। পৃ ৭০+১৮।
২১ রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস) : (১৭-৪-১৯১৩)। পৃ ৮২।
২২ নিবেদিতা (নাটক) : ৩ এপ্রিল ১৯১৭। পৃ ৬০।
২৩ যুগান্ত কাব্যনাট্য : (২০-১-১৯১৮)। পৃ ৩৬।
২৪ বিচিত্রা (উপন্যাস) : ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭-৫-১৯২০)। পৃ ১৫৭।
২৫ স্বপ্নবাণী (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪-১০-১৯২১)। পৃ ১৭২।
২৬ মিলন রাত্রি (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। পৃ ২৮৫।
২৭ দিব্য-কমল (নাটক) : (১৪-৪-১৯৩০)। পৃ ১৬৩।

স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকেরও রচয়িত্রী। তিনি অতীব যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩২ সনের ৩রা জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নময়ী দেবী। ইনি সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা; জন্ম ১৮৫৭ সনে। ইঁহার পিতা পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম-নিবাসী দুর্গাদাস চৌধুরী। দশ বৎসর বয়সে পাবনা গুণাইগাছা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার বাগচীর সহিত প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হন; সেই অবধি তিনি পিত্রালয়েই কাটাইয়াছেন।

প্রসন্নময়ী শৈশব হইতেই সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বনলতা' ও 'নীহারিকা' কাব্য দুইখানি তাঁহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা :

১ আধ আধ ভাষিণী (কাব্য) : ১২৭৬ সাল (১৪-২-১৮৭০)। পৃ ১২।
২ পূর্ব্বস্মৃতি। কৃষ্ণনগর ২১ বৈশাখ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)।(৫)
৩ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন (কবিতা) : (২৭-১২-১৮৭৫)। পৃ ২৬।
৪ বনলতা (কাব্য) : ১২৮৭ সাল (২০-৫-১৮৮০)। পৃ ১১৯।
৫ নীহারিকা (কাব্য) :
১ম ভাগ, ১২৯০ সাল (২৩-৮-১৮৮৪)। পৃ ১৪৯।
২য় ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৮১৮ শক (১১-১২-১৮৯৬)। পৃ ১৬২।
৬ আর্য্যাবর্ত্ত (ভ্রমণ) : পৌষ ১২৯৫ (১২-১-১৮৮৯)। পৃ ১৭৭।
৭ অশোকা (উপন্যাস) : ১২৯৬ সাল (১০-৪-১৮৯০)। পৃ ৬২।
৮ তারাচরিত (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (৩-৯-১৯১৭)। পৃ ১১৬।
৯ পূর্ব্বকথা (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (১৯-১০-১৯১৭)। পৃ ১৮৭।

১৯৩৯ সনের ২৫এ নবেম্বর প্রসন্নময়ী পরলোকগমন করিয়াছেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়।

৫ এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাধারণী' (৩ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন : "কৃষ্ণনগরে যে জাতীয় সম্মিলন সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রসন্নময়ী এই 'পূর্ব্বস্মৃতি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বস্মৃতিতে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আস্থা হইল ও ভবিষ্যৎ আশা জাগ্রতা হইল। প্রসন্নময়ী দেবী ভারতের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন, আর ভারতমহিলার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমরাও অশ্রুপাত করিলাম।"

১৮৫৯ সনে, আট বৎসর বয়সে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহ ও নিজের যত্ন-চেষ্টায় জ্ঞানদানন্দিনী নিজেকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। পুরাতন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার এই কয়টি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

শ্রাবণ, ১২৮৮ : ইংরাজ-নিন্দা ও দেশানুরাগ
আশ্বিন, ১২৮৮ : স্ত্রী-শিক্ষা
অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ : কিণ্টারগার্টেন।
মাঘ-চৈত্র ১২৯০; বৈশাখ-আষাঢ়-শ্রাবণ-আশ্বিন ১২৯১ | ভাউ সাহেবের বখর (মরাঠী হইতে অনূদিত)

জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট হইতে আমরা দুইখানি সুলিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তক লাভ করিয়াছি; সেগুলি :

১ টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ (নাটিকা) : (৬-৬-১৯১০)। পৃ ১৭।
২ সাত ভাই চম্পা (নাটিকা) : (২৬-১২-১৯১১)। পৃ ৫২।

১৩৪৮ সালের ১৫ই আশ্বিন, ৯০ বৎসর বয়সে, জ্ঞানদানন্দিনী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী। শরৎকুমারীর জন্ম ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই। তাঁহার পিতার নাম শশিভূষণ বসু (কলিকাতা চোরবাগানের বসু-বংশজাত); তিনি ১৮৬৩ সনে চাকুরী উপলক্ষে সুদূর লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। শরৎকুমারীর শৈশব লাহোরেই কাটে। ১৮৭১ সনের ১২ই মার্চ আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র সুকবি ছিলেন; স্বামীর ন্যায় শরৎকুমারীও মাতৃভাষার পরম অনুরাগিণী ছিলেন। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাঁহার বহু রস-রচনার সন্ধান মিলিবে। তাঁহার প্রথম রচনা 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ' ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এক মাত্র 'শুভবিবাহ' (মার্চ ১৯০৬) ছাড়া শরৎকুমারীর আর কোনো রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই সামাজিক চিত্রখানি বঙ্গসাহিত্যে লেখিকাকে একটি

বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

"এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই।"

তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সম্প্রতি গ্রন্থাবলী-আকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শরৎকুমারীর শেষজীবন বৈধব্য অবস্থায় কাটে; স্বামীর মৃত্যুর (৫-৯-১৮৯৮) ২২ বৎসর পরে—১৯২০ সনের ১১ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (মোক্ষদা দেবী)। ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জীর সহোদরা। বউবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনী উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বন-প্রসূন' কাব্য সমালোচনাকালে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :

"মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে।..আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার—লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা—আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা মোক্ষদায়িনী-লিখিত 'বাঙ্গালির বাবু' কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
দশ্‌টা হ'তে চারটাবধি দাস্য বৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।

মানকুমারী বসু

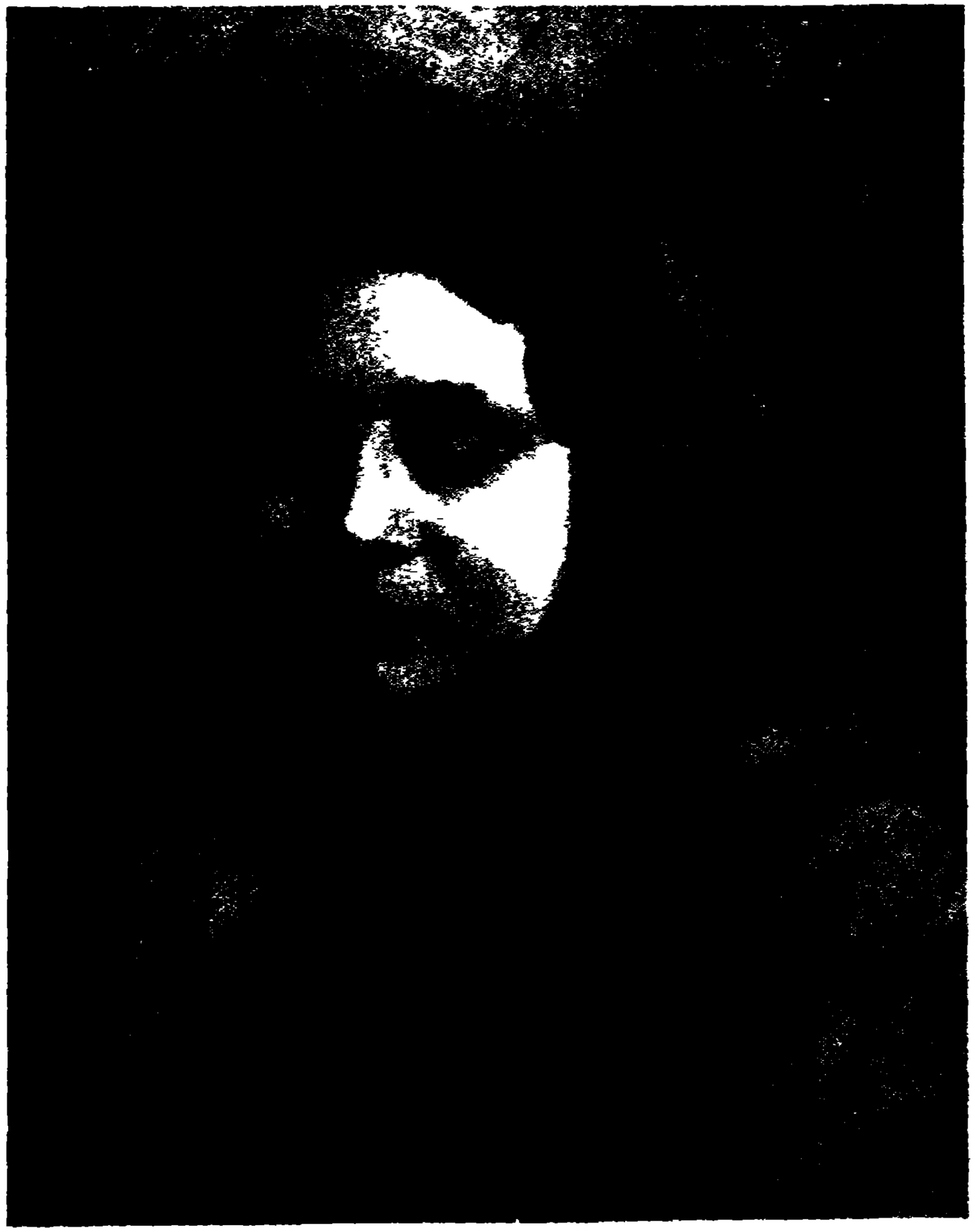

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সব্‌জজ কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারা দিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।”

আমরা মোক্ষদায়িনীর রচিত এই তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি :

১ বন-প্রসূন (কাব্য)। ইং ১৮৮২।
২ সফল স্বপ্ন (ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৪ (১২ ডিসেম্বর)। পৃ ১৬৯।
৩ কল্যাণ-প্রদীপ (জীবনী)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ ৪২৯।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ইঁহার জন্ম ১৮৫৮ সনের ১৮ই আগস্ট। পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত, বউবাজার-নিবাসী অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৪ সনে গিরীন্দ্রমোহিনীর বৈধব্য ঘটে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ হইতেই কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত ‘অশ্রুকণা’ বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থগুলির তালিকা :

১ জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী : (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)। পৃ ১৭।
২ কবিতাহার (কাব্য) : ২৯ মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ ৩৯।
৩ ভারত-কুসুম (কাব্য) : ১ কার্তিক ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। পৃ ৮৮।
৪ অশ্রুকণা (কাব্য) : ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)।
৫ আভাষ (কাব্য) : ১২৯৭ সাল (৫-৪-১৮৯০)। পৃ ১৪১।
৬ সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য) : ১ কার্তিক ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ ১০৩।
৭ শিখা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৮-৪-১৮৯৬)। পৃ ১৫৮।
৮ অর্ঘ্য (কাব্য) : ১৩০৯ সাল (১০-৯-১৯০২)। পৃ ৮২।
৯ স্বদেশিনী (কাব্য) : ১৩১২ সাল (২৫-২-১৯০৬)। পৃ ২৭।

১০ সিন্ধুগাথা (কাব্য) : ১৩১৪ সাল (৬-৫-১৯০৭)। পৃ ৮২।

১৯২৪ সনের ১৬ই আগস্ট গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

মানকুমারী বসু। ১৮৬৩ সনের ২৫এ জানুয়ারি যশোহর জেলায় শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে মানকুমারীর জন্ম হয়। ইনি মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। ১৮৭৩ সনে, দশ বৎসর বয়সে, বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের বিবুধশংকর বসুর সহিত মানকুমারীর বিবাহ হয়। উনিশ বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ইঁহার বৈধব্য ঘটে। বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে মানকুমারীর মন বসিত না, ইনি শেষে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা দিতেছি :

১ প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারাণো প্রণয় (গদ্য-পদ্য) : ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ ১৩০।
২ বনবাসিনী (উপন্যাস) : ভাদ্র ১২৯৫ (৫-৯-১৮৮৮)। পৃ ২৩।
৩ বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (১৫-৭-১৮৯০)। পৃ ১২।
৪ দুইটি প্রবন্ধ : ১২৯৮ সাল (২২-১২-১৮৯১)। পৃ ৩২।
৫ কাব্যকুসুমাঞ্জলি (কাব্য) : ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ ২৭১।
৬ শুভ সাধনা (গদ্য-পদ্য সংকলন) : ১৩০১ সাল।
৭ কনকাঞ্জলি (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৯-১০-১৮৯৬)। পৃ ২৬০।
৮ বীরকুমার-বধ কাব্য : ১৩১০ সাল (১০-৫-১৯০৪)। পৃ ২৩৫।
৯ বিভূতি (কাব্য) : চৈত্র ১৩৩০ (১২-৪-১৯২৪)। পৃ ৩১১+১।
১০ সোনার সাথী (কাব্য) : (২-৫-১৯২৭)। পৃ ৫০।
১১ পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা) : (২৫-৭-১৯৩৬)। পৃ ১৩১।

ছোট গল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'কুন্তলীন-পুরস্কারে'র প্রথম (১৩০৩), তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে (১৩০৫-৬) তাঁহার গল্প স্থান পাইয়াছিল। ১৯৪৩ সনের ২৬এ ডিসেম্বর, ৮১ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কামিনী রায়। ১৮৬৪ সনের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ সনে কামিনী বেথুন ফিমেল

স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সনে স্ট্যাটুটরি সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৯ সনে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

কামিনী আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'আলো ও ছায়া' কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে স্থায়ী আসন দান করিয়াছিল। কামিনী রায়ের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

১ আলো ও ছায়া (কাব্য) : ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ ১৬৮।
২ নির্ম্মাল্য (কাব্য) : (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ ৮০।
৩ পৌরাণিকী (কাব্য) : ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ ৬০।
৪ গুঞ্জন (শিশুরাজ্যের কবিতা) : ১৩১১ সাল (১৫-৫-১৯০৫)। পৃ ৬৬।
৫ ধর্ম্মপুত্র (গল্প) : ১৩১৪ সাল (১৫-৭-১৯০৭)। পৃ ৪২।
৬ অশোক-স্মৃতি (জীবনী) : (২ জুন ১৯১৩)। পৃ ৩২।
৭ শ্রাদ্ধিকী (জীবনী) : ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ ১০৩।
৮ মাল্য ও নির্ম্মাল্য (কাব্য) : ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ ১৬০।
৯ অশোক-সংগীত (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ ৫৮।
১০ অম্বা (নাট্যকাব্য) : ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ ১০৪।
১১ সিতিমা (গদ্য নাটিকা) : ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ ৬২।
১২ বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্ত্তমান (নিবন্ধ) : (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ ৩৫।
১৩ ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা) : (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ ২৩।
১৪ দীপ ও ধূপ (কাব্য) : ইং ১৯২৯। পৃ ১৭৬।
১৫ জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১৯৩০। পৃ ৭০।

১৯৩৩ সনের ২৭এ সেপ্টেম্বর কামিনী রায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

কুসুমকুমারী দেবী। ইনি বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী, কবি দেবকুমার রায় চৌধুরীর জননী। কুসুমকুমারী স্বামীর নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া স্বীয় অবসরকাল মাতৃভাষার

সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; তিনি কোনো পুস্তকেই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই :

১ স্নেহলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৭-২-১৮৯০)। পৃ ১৯২।(৬) "কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত।"

২ প্রেমলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ আশ্বিন ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ ২৬৮।

৩ প্রসূনাঞ্জলি (সন্দর্ভাবলী) : ১৩০৭ সাল (৩০-৯-১৯০০)। পৃ ২৭+১৬।

৪ শান্তিলতা (উপন্যাস) : (২৭-৯-১৯০২)। পৃ ২৫৭।

৫ লুৎফ-উন্নিসা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১৩১২ সাল (৩-৯-১৯০৫)। পৃ ২[illegible]।

কুসুমকুমারীর পুস্তকগুলি(৭) সুধীসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। 'স্নেহলতা'-পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন :

> "সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

> "আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।"

১৩২২ সালের ভাদ্র মাসে কুসমুকুমারী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। (৮)

বিনয়কুমারী বসু (ধর)। ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসে বিনয়কুমারীর জন্ম। তাঁহার পিতা কাশীচন্দ্র বসু; মাতা ললিতমণি বসু, ব্যারিস্টার

৬ স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' বাহির হইলে স্বর্ণকুমারী তাঁহার উপন্যাসখানির নাম পরিবর্তন করিয়া 'পালিতা' রাখেন ('ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৭ দ্রষ্টব্য)।

৭ ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ১৮৭৮ সনে বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কুসুমকুমারী"-রচিত 'কুসুমিকা' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে। ইনি ও মকুমারী দেবী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

৮ দ্রঃ 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২২।

মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদরা। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ডাক্তার ভারতচন্দ্র ধরের সহিত বিনয়কুমারীর বিবাহ হয়; এই বৎসরের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইঁহার নামের শেষে 'বসু' আছে, কিন্তু পৌষ-সংখ্যায় 'ধর' দেখিতেছি। তিনি বেথুন কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্রী; বারো-তেরো বৎসর বয়স হইতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১২৯৫ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' তাঁহার একটি প্রাথমিক রচনা—"জাগো (বালিকার রচনা)" স্থান পাইয়াছিল। বিনয়কুমারীর কবিতা 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'দাসী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে সাদরে স্থান লাভ করিত। আমরা তাঁহার দুইখানি কাব্যের উল্লেখ পাইয়াছি; উহা :

১ নব মুকুল (কাব্য) : (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ ৯০।

২ নির্ঝর (কাব্য) : (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। পৃ ১০২।

প্রমীলা বসু (নাগ)। ১৮৭১ সনে প্রমীলার জন্ম। তাঁহার পিতা বিজয়চন্দ্র বসু; মাতা লালমণি বসু, মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা সহোদরা। ইঁহার পিত্রালয় বিক্রমপুর। ১২৯৭ সালে বিলাত-ফেরত ডাক্তার গঙ্গাকান্ত নাগের সহিত প্রমীলার পরিণয় হয়।(৯) অতি অল্প বয়সেই ইঁহার কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হয়। ১২৯৩ সাল হইতে ইঁহার রচিত কবিতা 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' (১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫), 'প্রতিমা' প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রমীলার এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

১ প্রমীলা (কাব্য) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ ১২৫।

২ তটিনী (কাব্য) : ইং ১৮৯২। পৃ ১৪৮।

১৩০৩ সালে প্রমীলা অকালে পরলোকগমন করেন।(১০)

কৃষ্ণভাবিনী দাস। আনুমানিক ১৮৬৪ সনে বহরমপুরের অন্তর্গত কাজলা গ্রামে এক জমিদার-গৃহে কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে বউবাজার-নিবাসী শ্রীনাথ দাসের পুত্র—'সেণ্ট্রী কলেজ'-প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বামীর সহিত

৯ দ্র॰ "শুভদিনে"—'প্রতিমা' অগ্রহায়ণ ১২৯৭।

১০ দ্র॰ "প্রমীলা নাগ" কবিতা : শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'সাহিত্য', পৌষ ১৩০৩।

বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর, তাঁহার লিখিত 'ইংরাজদের পর্ব্ব' ও' বিলাতের গল্প' ১৮৯২ সনের 'সখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিদুষী মহিলার বহু সুলিখিত সন্দর্ভ 'ভারতী' (১২৯৬..), 'সাহিত্য' (১২৯৮..), 'প্রদীপ' (১৩০৪..), 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির পুরাতন পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৃষ্ণভাবিনী নারীকল্যাণ-কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বিলাত-ফেরত হইয়াও তিনি বৈধব্যাবস্থায় হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৯ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।(১১)

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা। ১৮৭০ সনে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে অম্বুজাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর একজন উকীল ছিলেন। কবি রজনীকান্ত সেন এই গোবিন্দনাথেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। অম্বুজাসুন্দরীর বিবাহ হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৈলাসগোবিন্দ দাসের সহিত। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়; বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয় ও তিনি বিদ্যাচর্চা করিবার সুযোগ লাভ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' 'সাহিত্য', 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ও 'কুন্তলীন-পুরস্কারে' অম্বুজাসুন্দরীর গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি এই :

১ কবিতালহরী : (১০-৯-১৮৯২)। পৃ ২১।
২ অশ্রুমালা (কাব্য) : (১২-১০-১৮৯৪)। পৃ ২৪।
৩ প্রীতি ও পূজা (কাব্য) : ১৩০৪ সাল (২-৯-১৮৯৭)। পৃ ১৪১।
৪ খোকা (শোক-কবিতা) : সংবৎ ১৯৫৯ (২৫-৪-১৯০৩)। পৃ ২১২।
৫ প্রভাতী (উপন্যাস) : ইং ১৯০৫ (১০ জুলাই)। পৃ ৪৬।
৬ দুটি কথা (গল্প) : ১৩১২ সাল (৬-২-১৯০৬)। পৃ ৬৯।
৭ ভাব ও ভক্তি (কাব্য) : ১৩১৩ সাল (২৫-১-১৯০৭)। পৃ ১৬৮।
৮ গল্প : ১৩১৩ সাল (১৭-৪-১৯০৭)। পৃ ১৭৭।
৯ প্রেম ও পুণ্য (কাব্য) : ১৩১৭ সাল (২০-৫-১৯১০)। পৃ ১৮৩।

১১ দ্রঃ 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

ইহা ছাড়া তিনি ভাগবতের সারাংশ লইয়া 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' (ইং ১৯৩২) ও পরে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেলিরসালাপ' (১৩৪১), 'শ্রীশ্রীরামকীর্ত্তি সুধা', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে অম্বুজাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে।

মৃণালিনী সেন। ১৮৭৯, ৩রা আগস্ট মৃণালিনী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ডাক্তার লাড্‌লিমোহন ঘোষ। ইনি ১৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়ার ভূম্যধিকারী ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত পরিণীতা হন। বিবাহের দুই বৎসর পরে ইঁহার বৈধব্য ঘটে। স্বামি-বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় মৃণালিনী কাব্য-চর্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এই চারিখানি কাব্যগ্রন্থ লাভ করিয়াছি :

১ প্রতিধ্বনি (কাব্য) : ১৩০১ সাল (১০-৮-১৮৯৪)। পৃ ১৮৪।
২ নির্ঝরিণী (কাব্য) : ১৩০২ সাল (৭-৫-১৮৯৫)। পৃ ১৬৩।
৩ কল্লোলিনী (গীতিকাব্য) : ১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৬)। পৃ ২৩৭।
৪ মনোবীণা (কাব্য) : মাঘ ১৩০৬ (২৪-৪-১৯০০)। পৃ ২৫৯।

১৯০৫ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ হয়। ইনি স্বামীর সহিত বহু দিন বিলাতে কাটাইয়াছেন। নারীপ্রগতিমূলক বহু কার্যে ইঁহার নাম যুক্ত দেখা যায়।

সরোজকুমারী দেবী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী। ইঁহার জন্ম ৪ নবেম্বর ১৮৭৫ তারিখে। দশ বৎসর বয়সে (ইং ১৮৮৬) কলুটোলার সেন-বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; যোগেন্দ্রনাথ সম্বলপুরের গভর্নমেণ্ট উকীল ছিলেন। সরোজকুমারী বিবাহের পর নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ১২৯৫ সাল হইতে তিনি 'ভারতী'তে ও ১২৯৭ সাল হইতে 'সাহিত্যে' লিখিতে শুরু করেন। তাঁহার রচিত এই কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে :

১ হাসি ও অশ্রু (কাব্য) : মাঘ ১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ ২৯৫।
২ অশোকা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (৬-৭-১৯০১)। পৃ ২৭৪।
৩ কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প : ১৩১২ সাল (৩০-১১-১৯০৫)। পৃ ৩১৬।
৪ শতদল (কাব্য) : (২৬-৯-১৯১০)। পৃ ১০২।

৫ অদৃষ্ট-লিপি (গল্প) : (২২-৩-১৯১৫)। পৃ ১৭৭।

৬ ফুলদানি (গল্প) : (৮-১০-১৯১৫)। পৃ ১৫৫।

১৯২৬ সনে সরোজকুমারীর মৃত্যু হইয়াছে।(১২)

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী)। ১৮৭৮ সনে নগেন্দ্রবালার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নৃত্যগোপাল সরকার। দশ বৎসর বয়সে তিনি হুগলি জেলার সুখড়িয়া গ্রাম-নিবাসী খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফীর সহিত বিবাহিত হন। খগেন্দ্রনাথ সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বিবাহের পর হইতে নগেন্দ্রবালা কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত এইসকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

১ মর্ম্মগাথা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৫-৯-১৮৯৬)। পৃ ১৭০।

২ প্রেম-গাথা (কাব্য) : অগ্রহায়ণ ১৩০৫ (১০-১২-১৮৯৮)। পৃ ১৫৫।

৩ নারীধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (৪-১২-১৯০০)। পৃ ১০৮।

৪ অমিয়গাথা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (২৫-৩-১৯০২)। পৃ ২১০।

৫ ব্রজগাথা (কাব্য) : (২০-১২-১৯০২)। পৃ ২৫০।

৬ ধবলেশ্বর (কাব্য) : (১৭-৩-১৯০৩)। পৃ ২২।

৭ গার্হস্থ্যধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (১২-১২-১৯০৪)। পৃ ১২৮।

৮ বসন্ত গাথা (কাব্য) : (২৩-১-১৯০৫)। পৃ ৩১।

৯ কণা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১৬-৬-১৯০৫)। পৃ ৬০।

১০ কুসুম গাথা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১২-১২-১৯০৫)। পৃ ৯০।

১১ সতী (সামাজিক উপন্যাস) : ১৩১৩ সাল (২-৮-১৯০৬)। পৃ ৭৮।

১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে অকালে নগেন্দ্রবালার মৃত্যু হইয়াছে।(১৩)

হিরন্ময়ী দেবী। ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র 'সখা'য় (ডিসেম্বর ১৮৮৩) প্রকাশিত 'ভাইবোনের দোলনা' কবিতাটিই বোধ হয় ইঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। ১২৯১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী' ও ১২৯২ সালের 'বালকে'ও ইঁহার কয়েকটি প্রাথমিক রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় হিরন্ময়ীর বহু গদ্য-পদ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। পুস্তকাকারে তিনি কোনো কিছুই রাখিয়া

১২ দ্র॰ 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।
১৩ দ্র॰ 'জাহ্নবী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।

প্রসন্নময়ী দেবী

প্রিয়ম্বদা দেবী

হিরণ্ময়ী দেবী

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

বাসন্তীদেবী দেবী

সরলাবালা দাসী

বিনয়কুমারী ধর

প্রমীলা নাগ

যান নাই। ইনিও অন্যতর সম্পাদিকারূপে তিন বৎসর 'ভারতী' পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৫ সনের ১৩ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সরলা দেবী। ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা; জন্ম ১৮৭২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯০ সনে ইনি বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সনে পঞ্জাবের আর্যসমাজ-নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৩ সনের ৬ই আগস্ট রামভজের মৃত্যু হয়।

জীবনের দীর্ঘকাল দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেও সরলা দেবী মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবাবধি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বালকে' তাঁহার লিখিত প্রথম রচনা—'দুর্ভিক্ষ (বালিকার রচনা)' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'সখা'য় তাঁহার পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা 'পিতামাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য' স্থানলাভ করে; রচনার শেষে লেখিকার বয়স '১২ বৎসর ১১ মাস' দেওয়া আছে। ১২৯৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সরলা দেবী 'ভারতী'তে বহু গদ্য-পদ্য রচনা ও স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াছেন; ১৩০০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' তাঁহার কৃত 'বন্দে মাতরং' গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে। তিনি অনেক কাল 'ভারতী'ও সম্পাদন করিয়াছেন। একদা তাঁহার রচনা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাও অর্জন করিয়াছিল। সরলা দেবী তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :

> "'ভারতী'তে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯১] ও 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' ['ভারতী ও বালক,' পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৮] পড়ে' তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট্ ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।..শ্রীশ মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে বঙ্কিম আমার লেখাগুলি সম্বন্ধে না কি নিজের সবিস্ময় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—তা তাঁদের লিখিত বঙ্কিমের জীবন-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বঙ্কিমের লিপি আর অন্যের লিপিতে অনেক তফাৎ। বঙ্কিমের লিপিখানি ছিল পুরো বঙ্কিমী ঠাটের সাহিত্যের একখানি হীরের কুচি। বিদূষক সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের

সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি। তার উল্লেখ করে "গরীব বিদূষকের" পক্ষ নিয়ে তাঁর সরস লেখনী দুই এক ছত্রে কি হাস্যের ছটাই তুলেছিল। তাই বলছি তাঁর চিঠিখানি ছিল একটি সাহিত্যিক ক্ষুদ্র রসকুম্ভ।"

সরলা দেবীর বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা খুবই কম। তিনি নিজেই জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :

"আজ পর্য্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবন্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয় নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনার এডিশনে ছাপান 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাসমিতিতে ভাষিত ইংরেজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, 'বঙ্গের বীর' সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই ছাড়া। লাহোর থেকে দুএকবার আগেকার লেখাগুলি বই আকারে ছাপাবার চেষ্টা করে ব্যর্থশ্রম হয়েছি। 'কবিমন্দির' প্রভৃতি দুতিন ফর্মা ছেপে, প্রেসওয়ালাদের পকেটে টাকা ভরে' রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে।"

আমরা সরলা দেবীর লিখিত এই কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়াছি :

১ শতগান (স্বরলিপি সহ) : বৈশাখ ১৩০৭ (ইং ১৯০০)। পৃ ২১৬।

২ বাঙ্গালীর পিতৃধন : (২৬-৫-১৯০৩)। পৃ ৯।

৩ ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল : (৭-৩-১৯১১)। পৃ ২৪।

৪ নব-বর্ষের স্বপ্ন (গল্প) : শ্রাবণ ১৩২৫ (১৫-৭-১৯১৮)। পৃ ১৫২।

৫ কালীপূজার বলিদান ও বর্ত্তমানে তাহার উপযোগিতা (২-২-১৯২৬)। পৃ ২১।

৬ শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রিপূজা (ইং ১৯৪১)।

৭ বেদবাণী (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশাবলী 'সরলা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত) : ১ম খণ্ড (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)—১১শ খণ্ড (পৌষ ১৩৫৭) ইং ১৯৪৭-৫০।

১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, সরলা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (১১-১১-১৯৪৪—৯-৬-১৯৪৫) 'জীবনের ঝরা পাতা' নামে জীবনস্মৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত 'আমার বাল্যজীবনী'

('ভারতী,' বৈশাখ ১৩১২) ও 'রবীন্দ্রনাথ' ('ভারতবর্ষ,' কার্তিক ১৩৪৬) প্রবন্ধ দুইটি পঠিতব্য।

প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সনে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সনে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬-৯-১৮৯৫) ঘটে।

শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পর-বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' "বালিকার রচনা" হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে 'ভারতী'তে তাঁহার গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :

১ রেণু (কাব্য) : (১-৯-১৯০০)। পৃ ৬৯।
২ তারা (শোক-কবিতা) : (১৮-১১-১৯০৭)। পৃ ৩৪।
৩ পত্রলেখা (কাব্য) : (১০-১-১৯১১)। পৃ ১৫৮।
৪ ঝিলে জঙ্গলে শিকার (অনূদিত) : (১৫-৯-১৯২৪)। পৃ ৯৮।
৫ অংশু (কাব্য) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। পৃ ১২৫।
৬ চম্পা ও পাটল (কাব্য) : (ইং ১৯৩৯)। পৃ ৩৮।

ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—'অনাথ' (১৮-২-১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (ইং ১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু হইয়াছে।(১৪)

সরলাবালা দাসী। বাংলায় যে-কয়খানি সুপরিচিত শোক-কাব্য আছে, তাহার মধ্যে সরলাবালা দাসীর 'প্রবাহ' অন্যতম। তিনি কিশোরীলাল সরকারের কন্যা, ডাক্তার সরসীলাল সরকারের ভগিনী। ১২৮২ সালের ২৫এ অগ্রহায়ণ তাঁহার জন্ম, এবং ১২৯৪ সালে রায়-বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের

১৪ দ্র° 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪১।

পুত্র শরচ্চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। ১৩০৫ সালের কার্তিক মাসে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

তরুণ বয়স হইতেই সরলাবালার কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত 'লজ্জাবতী' নামে কবিতাটিই বোধ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি বহু সাময়িক-পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে; তাঁহার প্রথম গল্প 'ঘরের লক্ষ্মী' তৃতীয় বর্ষের 'সাহিত্যে' (কার্তিক ১২৯৯) মুদ্রিত হয়। 'উৎসাহ,' 'জাহ্নবী,' 'উদ্বোধন' প্রভৃতির পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে সরলাবালার বহু গদ্য-পদ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। তিনি যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তালিকা :

১ প্রবাহ (শোককাব্য) : ১৩১১ সাল (৮-১০-১৯০৪)। পৃ ২৫৩।
২ চিত্রপট (গল্প) : (১৫-১-১৯১৭)। পৃ ২০৪।
৩ নিবেদিতা (জীবনী) : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (১০-৬-১৯১২)। পৃ ৫৩।
৪ কুমুদনাথ (জীবনী) : ১৩৪৪ সাল (১-৩-১৯৩৮)। পৃ ১৫৩।

লজ্জাবতী বসু। ইনি স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। ইঁহার বহু কবিতা 'সাহিত্য' (১৩০০..), 'প্রদীপ,' 'নব্যভারত,' 'প্রবাসী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে আনন্দ দান করিয়াছে। ইনি আজীবন কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ১৯৪২ সনের ২১এ আগস্ট, বাহাত্তর বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার)। ইনি সার্ জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী; ১৯০৭ সনে হেমচন্দ্র সরকার, ডি. ডি.র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লাবণ্যপ্রভা বিদুষী মহিলা ছিলেন। দৈনিক ধর্ম সাধনের সাহায্যার্থ লিপির আকারে সংকলিত তাঁহার 'দৈনিক' গ্রন্থখানি (প্রথমার্ধ ১৮৯৯, উত্তরার্ধ ১৯০১) বহু ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি 'নীতি-কথা', 'গৃহের কথা,' 'পরিণয়,' 'কবি ও কাব্যের কথা,' 'পৌরাণিক কাহিনী' (১ম

সরোজকুমারী দেবী

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা

লাবণ্যপ্রভা সরকার

সারদাসুন্দরী দেবী

মৃণালিনী সেন

লজ্জাবতী বসু

কৃষ্ণভাবিনী দাস

খণ্ড, মহাভারত; ২য় খণ্ড রামায়ণ), 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' (১৩১৯) প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িত্রী। তিনি সুপরিচিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুলে'র শেষ তিন বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ইঁহার রচিত 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' (ইং ১৯০০..) সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহে।

সারদাসুন্দরী দেবী। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জননী; জন্ম ১৮১৯ সনে। ১৮৯২ ও ১৯০০ সনে ইঁহার বিবৃত আত্মকথা যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১৯১৪ সনের জানুয়ারি মাসে 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

পঙ্কজিনী বসু। ১৮৮৪ সনে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর গ্রামে পঙ্কজিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফী। তেরো বৎসর বয়সে বজ্রযোগিনী গ্রামে কুমুদবন্ধু বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুবোধ বসুর সহিত পঙ্কজিনীর বিবাহ হয়। সতের বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ২ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সকল কবিতাই বিবাহের পরে রচিত। ১৯০১ সনে 'হেলেনা' কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র স্বীয় ভূমিকা সহ 'স্মৃতি-কণা' নামে পঙ্কজিনীর কবিতাগুলি প্রকাশ করেন। পনর বৎসর পরে ১৯১৬ সনে ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়; এই সংস্করণে খ্যাতনামা পণ্ডিত হরিনাথ দে কর্তৃক 'সূর্যমুখী' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদও স্থান পাইয়াছে।

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ। ১৮৭৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী রামচন্দ্রপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত গুহ-পরিবারে অন্নদাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মোহনচন্দ্র গুহ। বারো বৎসর বয়সে নিকটবর্তী গাভা গ্রামের ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (২৭ মে ১৮৮৬)। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র—রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। অন্নদাসুন্দরী উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বহু কবিতা 'দাসী,' 'বামাবোধিনী পত্রিকা,'

'অন্তঃপুর', 'নব্যভারত' প্রভৃতিতে সাদরে স্থান লাভ করিয়াছিল। বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী' নামক মাসিকপত্রেও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নদাসুন্দরীর লিখিত কবিতাগুলি পুত্র দেবপ্রসাদ ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে 'কবিতাবলী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্বে—১৩৫৭, ৪ঠা শ্রাবণ—অন্নদাসুন্দরী পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই ক্রমোন্নতির জের আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বঙ্গসাহিত্যে মহিলার দানের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, কাব্য ও কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কেহ কেহ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। যিনি বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ইতিহাসের জের টানিবেন, সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দীর্ঘতর তালিকা তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে; কারণ, স্বভাবতই জীবনের নানা ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও নারীদের অভিযান ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এবং সাময়িক-পত্রের লেখিকা হিসাবে এই শতাব্দীর গোড়া হইতে—

অনিন্দিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা দেবী, আশালতা সিংহ, ইন্দিরা দেবী (চৌধুরাণী), ইন্দিরা দেবী (বন্দ্যোপাধ্যায়), উমা দেবী (গুপ্ত), উমা রায়, ঊর্মিলা দেবী, কুমুদিনী মিত্র (বসু), গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জ্যোতির্মালা দেবী, তুষার দেবী, দুর্গাবতী ঘোষ, নিরুপমা দেবী, নিরুপমা দেবী (সেন), নিস্তারিণী দেবী, পারুল দেবী, পূর্ণশশী দেবী, প্রতিভা বসু, প্রতিমা দেবী (ঠাকুর), প্রফুল্লময়ী দেবী (ঠাকুর), প্রভাবতী দেবী, ফুলকুমারী গুপ্ত, বাণী গুপ্তা, বাণী রায়, বিনোদিনী দাসী, বিমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাস (ভৌমিক), মিসেস আর.এস. হোসেন, মৈত্রেয়ী দেবী, রঙ্গমালা দেবী, রমা চৌধুরী, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী, রাণী চন্দ, রাধারাণী দেবী (অপরাজিতা) দেবী), লীলা দেবী (চৌধুরী), শরৎকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ, শৈলবালা ঘোষজায়া, সরযূবালা দাসগুপ্তা, সীতা দেবী, সুখলতা রাও, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, স্নেহলতা সেন, হাসিরাশি দেবী, হেমন্তবালা দেবী, হেমলতা দেবী, হেমলতা সরকার

প্রমুখ লেখিকাদের নামের সহিত পাঠকেরা পরিচিত হইতেছেন এবং প্রতিদিন আরও নূতন নাম তালিকায় ভুক্ত হইতেছে। ইঁহাদের অনেকেই ক্ষমতাশালী লেখিকা এবং ব্যাপকতর আলোচনার দাবী রাখেন।

বিষয়-সূচী

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৩
অন্নদাসুন্দরী ঘোষ ২৭
অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা ২০-১

আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৭
আশুতোষ চৌধুরী ১২
আশুতোষ দেব ১

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮

কামিনী রায় ১৬-৭
কামিনীসুন্দরী দেবী ৭
কুসুমকুমারী দেবী ১৭-৮
কৃষ্ণকামিনী দাসী ৪
কৃষ্ণভাবিনী দাস ১৯-২০
কেশবচন্দ্র সেন ৮, ২১, ২৭
কৈলাসবাসিনী দেবী ৭

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৫-৬
গৌরমোহন বিদ্যালংকার ২
গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ১

চণ্ডীচরণ সেন ১৬
'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য ৪-৬

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১২-৩

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪
দেবকুমার রায় চৌধুরী ১৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ১৩, ২৭
দ্বিজতনয়া—
'কামিনীসুন্দরী দেবী' দ্র॰

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২১
নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী) ২২
নবীনকালী দেবী ৮

পঙ্কজিনী বসু ২৭
প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ২৭
প্রমীলা বসু (নাগ) ১৯
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৮
প্রসন্নময়ী দেবী ১২, ২৫
প্রিয়ম্বদা দেবী ২৫

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ৪
ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণী ৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮, ২৩
বসন্তকুমারী দাসী ৭
বামাসুন্দরী দেবী ৬
বিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয় ৪
বিনয়কুমারী বসু (ধর) ১৮-৯
বীটন, ড্রিঙ্কওয়াটার ৪
বেথুন—'বীটন' দ্র॰
বৈদ্যনাথ রায়, রাজা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল ২০, ২৪

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল ১৬
মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিস্টার ১৯
মানকুমারী বসু ১৬
মার্থা সৌদামিনী সিংহ ৭
মিশনরী বালিকাবিদ্যালয়, কলিকাতা ১-৩
মুলেন্স, মিসেস ৪
মৃণালিনী সেন ২১
মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১৪

রজনীকান্ত সেন ২০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ১৪, ২৩-৪
রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী, লাখুটিয়া ১৭
রাখালমণি গুপ্ত ৭
রাজনারায়ণ বসু ২৬

রাধাকান্ত দেব, রাজা ২
রামগোপাল ঘোষ ৪
রামমোহন রায় ১
রাসসুন্দরী ৮

লজ্জাবতী বসু ২৬
লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার) ২৬-৭
লোকনাথ মৈত্রেয় ৭

শরৎকুমারী চৌধুরাণী ১৩
শিবচন্দ্র রায়, রাজা ১
শ্রীনাথ দাস ১৯

'সংবাদ প্রভাকর' ৪
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩
'সমাচার চন্দ্রিকা' ৪
'সম্বাদ ভাস্কর' ১
সরলা দেবী ২৩-৪
সরলাবালা দাসী ২৫-৬
সরোজকুমারী দেবী ২১-২
সাতু বাবু—'আশুতোষ দেব' দ্র॰
সারদাসুন্দরী দেবী ২৭
সুখময় রায়, রাজা ১
সুরঙ্গিনী দেবী ৮
সুরসুন্দরী দেবী ১
'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ২
স্বর্ণকুমারী দেবী ১০-১, ১৮

হরকুমারী দেবী ৭
হরসুন্দরী দাসী ১
হিরণ্ময়ী দেবী ২২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
হেমাঙ্গনী ৮

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

84

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ ফাল্গুন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গমহিলারা ধীরে ধীরে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশে সর্বত্র ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রমশ দেখা দিতে লাগিল। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৫৪), মজিলপুরনিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলা-বান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।(১) অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশ তাঁহারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হইল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যেসকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, অগ্রে সেগুলির কথা আলোচনা করিব।

বঙ্গমহিলা। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জী'র ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গমহিলা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন :

> "এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি

---

১ এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি সাময়িকপত্র : রেঃ এস. সি. ঘোষ-সম্পাদিত 'জ্যোতির্রিঙ্গণ' (মাসিক), জুলাই ১৮৬৯। ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'নারী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাল হইতে প্রকাশিত 'বালারঞ্জিকা' (সাপ্তাহিক), এপ্রিল ১৮৭৩। 'হেমলতা' (পাক্ষিক), অক্টোবর ১৮৭৩। ডাঃ ভুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত 'পরিচারিকা' (মাসিক), মে ১৮৭৮।

বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতকগুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জা-শীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় খৃষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণস্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনী-দের ন্যায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতালাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

"বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথায়ও নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ

অনাথিনী। ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা; (২) সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকপত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।"

২ 'অনাথিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্বে নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে "ভুবনমোহিনী দেবী"—এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা সাব-রেজিস্টার অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মস্থল ধুলিয়ান হইতে 'অনাথিনী' প্রকাশ করেন। থাকমণি দেবী সম্ভবত তাঁহার কন্যা হইবেন। 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"

হিন্দুললনা। বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুললনা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন :

"হিন্দুললনা—এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 'বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশ-হিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিতা হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহারে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর..।' হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।..বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"

ভারতী। 'ভারতী'র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—

"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"

কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল,—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।"

অতঃপর 'ভারতী'র লালন-পালনের ভার প্রধানত স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার দুই কন্যার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কার্যকাল এইরূপ—

৮ম-৯ম	বর্ষ :	১২৯১-১২৯২ সাল	'ভারতী'	স্বর্ণকুমারী দেবী
১০ম-১৬শ	বর্ষ	১২৯৩-১২৯৯ সাল	'ভারতী' ও বালক'	ঐ
১৭শ-১৮শ	বর্ষ	১৩০০-১৩০১ সাল	'ভারতী'	ঐ
১৯শ-২১শ	বর্ষ	১৩০২-১৩০৪ সাল	'ভারতী'	হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী
২৩শ-৩১শ	বর্ষ	১৩০৬-১৩১৪ সাল	'ভারতী'	সরলা দেবী
৩২শ-৩৮শ	বর্ষ	১৩১৫-১৩২১ সাল	'ভারতী'	স্বর্ণকুমারী দেবী
৪৮শ-৫০শ	বর্ষ	১৩৩১ বৈশাখ- ১৩৩৩ আশ্বিন	'ভারতী'	সরলা দেবী

'ভারতী'র খ্যাতি ও গৌরবের কৃতিত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

াথ সত্যেন্দ্রনাথের হইলেও সম্পাদিকাদের হস্তে ইহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সম্পাদিকাগণের বহু সুলিখিত রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

পরিচারিকা। ১২৮৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (৮ মে ১৮৭৮) এই নামের একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কেশবচন্দ্রের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা'র পালনের ভার পড়ে আর্য্যনারীসমাজের উপর; এই সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ২৯ জুলাই ১৮৮৭ (১৪ শ্রাবণ ১২৯৪) তারিখে যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :

"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্য্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ

লেখা লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই বারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশাজনক। স্ত্রীলোকের পত্রিকা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বামাকুল-হিতৈষী মহাশয়েরা এরূপ সুরুচিসম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণ-বিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

মোহিনী দেবীর মৃত্যুর (৬ মে ১৮৯৪) পর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী (৩) কিছু দিন 'পরিচারিকা' পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা'র নব পর্যায় প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যায় 'পূর্ব-কথা'র উল্লেখ আছে, উহা এইরূপ :

"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচারিকার প্রথম প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।..

"কিছু কাল পরে ইহা আর্য্যনারীসমাজের মুখ্য পত্রিকারূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের পরিচারিকাও তখন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কিছু কাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল।

"প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পরে আর্য্যনারীসমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারীসমাজের তরফ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থ সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টাবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।"

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় সুচারু সেন-সম্পাদিত 'পরিচারিকা'র "২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা"র প্রকাশকাল—৩০ এপ্রিল ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) পাওয়া যাইতেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

হিরণ্ময়ী দেবী

সরলা দেবী

ইন্দিবা দেবী

প্রতিভা দেবী

মোহিনী দেবী

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

হেমলতা দেবী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

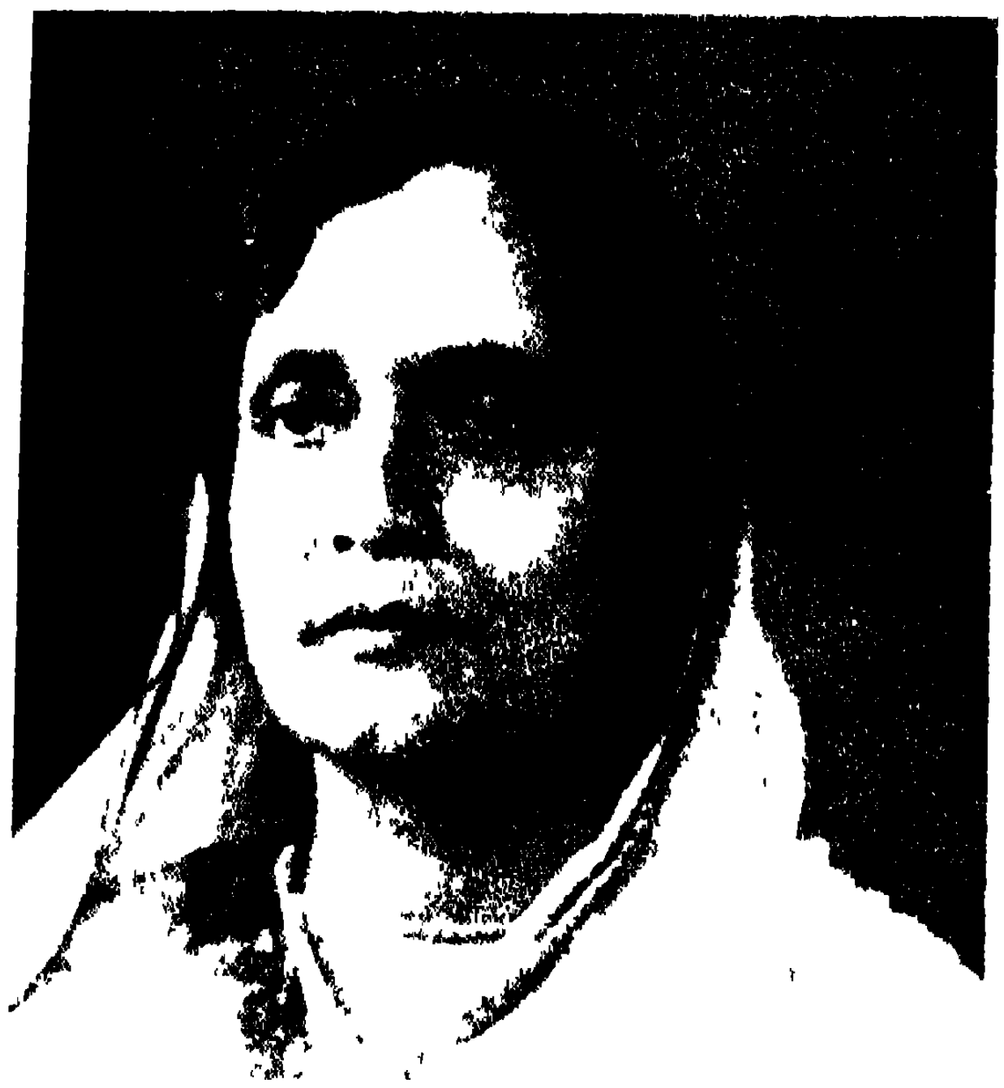

কুসুমকুমারী বসু

নিরুপমা দেবী

বনলতা দেবী

খৃষ্টীয় মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটী পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

বঙ্গবাসিনী। ইহাই বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২ আশ্বিন ১২৯০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' 'বঙ্গবাসিনী'র এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :

"বঙ্গবাসিনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা।—ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১৷৷০ টাকা, মফস্বলে ২৷০। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক শিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ! প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

"লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

"এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন [কার্তিক?] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে।..বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নানা কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।..শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ। বঙ্গবাসিনী কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্বণ টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্য্যালয়।

পরবর্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ লেখেন :

"বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

সোহাগিনী। মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে 'সোহাগিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং গরানহাটা স্ট্রীট হইতে হৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

বালক। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :

"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

বিরহিণী। মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্তিক ১২৯৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। ইহা সম্পাদন করিতেন সুশীলাবালা দেবী। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। ইহা প্রধানত গল্পের কাগজ ছিল।

পুণ্য। ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানব-

মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

প্রজ্ঞাসুন্দরী ৩য় বর্ষ (১৩০৭-৮) পর্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর। এই নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর' "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"। প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা'য় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

'অন্তঃপুর' দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। বনলতা দেবীর মৃত্যু হইলে যাঁহারা এই পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল—

১৩০৭ মাঘ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)-	
১৩১১ বৈশাখ (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)	হেমন্তকুমারী চৌধুরী
১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)-	
১৩১১ ভাদ্র (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)	কুমুদিনী মিত্র
১৩১১ আশ্বিন (৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)-	
১৩১১ মাঘ (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)	লীলাবতী মিত্র
১৩১১ ফাল্গুন, চৈত্র (৭ম বর্ষ, ১১শ ১২শ সংখ্যা)	সুখতারা দত্ত
১৩১২ বৈশাখ (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) . .	ঐ

১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৫) বিরাজমোহিনী রায় সম্ভবত 'নব পর্য্যায়ে'র 'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন।

ইহাই হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। সংখ্যায় এগুলি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনেকটা বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল। প্রধানত পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলির আদর্শে গঠিত হইলেও নারীকণ্ঠে নারীসমাজের অভাব-অভিযোগ ও কর্তব্যের কথা এগুলিতে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে বঙ্গমহিলাকুলের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

২

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯০১) হইতে আজ পর্যন্ত পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার তেমন সংখ্যাবাহুল্য ছিল না। এই সময়কার পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি—

মুকুল। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে বালক-বালিকাদের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭ সাল) 'মুকুল' সম্পাদন করেন শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী। চব্বিশ বৎসর চলিয়া 'মুকুলে'র প্রচার রহিত হয়: বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (প্রকাশকাল মে ১৯১৮) হইতে ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (প্রকাশকাল জুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত সম্পাদিকা-হিসাবে লাবণ্যপ্রভা সরকারের নাম পাওয়া যাইতেছে। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে ইহার নব পর্যায় প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা শকুন্তলা দেবী। ৩য় বর্ষ হইতে বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; তিনি ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত 'মুকুল' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ভারত-মহিলা। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত-মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য 'ভারত-মহিলা'র জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ভারত-মহিলা' এ দেশ ও বিদেশের চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণীগণের নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক চিন্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতিসাধক অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইবে।"

'ভারত-মহিলা' প্রথম কয়েক বৎসর সগৌরবেই চলিয়াছিল। ইহা ১৩ বৎসর জীবিত ছিল।

জাহ্নবী। ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় 'জাহ্নবী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ৩য় বর্ষ—১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিনী। মুখ্যতঃ নির্দ্দিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত।"

সুষ্ঠুভাবে তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) পত্রিকা পরিচালনার পর গিরীন্দ্রমোহিনী অবসর গ্রহণ করেন; সঙ্গেসঙ্গে 'জাহ্নবী'ও লুপ্ত হয়।

সুপ্রভাত। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'সুপ্রভাত' পত্রের উদয়। এই সচিত্র মাসিক-পত্রিকার সম্পাদিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে 'বসু')। 'সুপ্রভাতে'র কণ্ঠে এই কবিতাটি শোভা পাইত—

"সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।"

মহিলা-পরিচালিত মাসিকপত্রগুলির মধ্যে 'সুপ্রভাতে'র স্থান অতি উচ্চে; নয় বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইবার পর ইহা লুপ্ত হয়।

গৃহলক্ষ্মী। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষেই বোধ হয় ইহা লুপ্ত হয়।

ভারত-লক্ষ্মী। ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে এই নামের একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

মাহিষ্য-মহিলা। ইহা একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা; ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন (নদীয়া) হইতে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'মাহিষ্য সমাজের অসাড় দেহে শক্তি সঞ্চরণ করিবার নিমিত্তই' ইহার আবির্ভাব। ইহাতে 'রমণীগণের কর্ত্তব্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পাতিব্রত্যধর্ম্ম, সন্তান-প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি ব্যবহার, রন্ধন-প্রণালী, মুষ্টিযোগ, মহাভারতীয় নীতিকথা, প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া বিশদভাবে আলোচিত' হইত। 'মাহিষ্য-মহিলা' অনিয়মিত ভাবে চার-পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল।

প্রেম ও জীবন। মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩১৯; সম্পাদিকা হেমলতা দেবী। ১৯ নং ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আনন্দ-সংগীত পত্রিকা। এই 'সংগীত বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা' ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইঁহাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাখানি আট বৎসর—১৩২৮ সালের আষাঢ়

সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে আশুতোষ চৌধুরী ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :

"আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্য্য সংগীতের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও সংগীতের উন্নতিকল্পে দুই একটি সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির দ্বারা সংগীতের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'সংগীত সংঘ' নামে একটি শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সংগীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সংগীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্য্য সংগীতের শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয় তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সংগীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময়-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুঝি বা অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে আর্য্যসংগীত ও আর্য্যযন্ত্রাদি লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বসিবে।..

"সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সংগীত-পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহার নাম 'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা' রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গানগুলিকে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামত স্বর-লিপি বাহির করিয়া গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি কত রকমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি তো গানের শব্দ প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর তাল লয়ে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কণ্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই। নানা প্রণালীতে সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা সহজে লোকের যাহাতে বোধগম্য হয় এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামে একটি সংগীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান আমার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে এত দিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচি বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়

যে এত বড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন।..আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সঙ্গীত সঙ্ঘে যত গান হিন্দুস্থানী ও ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। এবং অন্যান্য সঙ্গীতও প্রকাশিত হইবে।

"সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহার উপক্রমণিকা খুব সংক্ষেপে বলিয়া সহজে গান শিক্ষার স্বরলিপি প্রণালী এই পত্রিকাতে দেখাইয়া দেওয়া হইবে।..যে প্রণালীতে যে স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে সঙ্গীত-প্রকাশিকা এত দিন প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা গান ও সেতারের গতের সুর লিখিয়া পাঠকদিগের শিক্ষার জন্য সেই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রকাশ করিব। ইহার প্রথম সূত্রপাতে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাহির করিয়াছিলেন ইহা প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। ইহার সহজ সঙ্কেত একবার শিখিয়া লইলে গান শিক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে।"

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে অসংখ্য স্বল্পায়ু পত্রিকার আবির্ভাবে আমরা জর্জরিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের নারী-সমাজও পিছাইয়া থাকেন নাই। পশ্চিম হইতে প্রগতির বন্যা আসিয়াছে, পুরুষদের সঙ্গে তাঁহারাও প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কথা নিজের ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং প্রগতিমূলক বিবিধ পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছেন। শিশুদের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আস্থা হারাইয়া তাঁহারা নূতন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা-বিষয়ক প্রচার চাহিয়াছেন, সে সম্পর্কেও নানা পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান মহিলা-সমাজেও নবজাগরণ আসিয়াছে, তাঁহারাও যথাসাধ্য এই উদ্যমে যোগ দিয়াছেন, নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও মেয়েরা পশ্চাৎপদ থাকিতে চাহেন নাই। রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত সাধারণ ও দলগত পত্রিকাও তাঁহারা বাহির করিয়াছেন। অধিকাংশই স্থায়ী হয় নাই। নাম পাইয়াছি কিন্তু পত্রিকা সংগ্রহ করা যায় নাই; আমাদের সাধ্যমত সন্ধান করিয়া বিলুপ্তির গর্ভ হইতে যে-কয়টিকে উদ্ধার করিতে

পারিয়াছি সে-কয়টির উল্লেখ করিলাম; পরবর্তী অনুসন্ধানকারীরা, আশা করি, আমা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হইবেন। তবে দীর্ঘস্থায়ী অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার যোগ্য পত্রিকাগুলি বোধ হয় বাদ পড়ে নাই।(৪)

পরিচারিকা (নব পর্য্যায়)। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদিকা কুচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পত্রিকার কণ্ঠে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' এই পংক্তিটি শোভা পাইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

> "পরিচারিকার নব পর্য্যায় বাহির হইল।..সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ৪০ বৎসরের কথা, যখন বাঙ্গালা দেশে পরিচারিকার প্রথম আবির্ভাব হয়। তখনকার সমাজ ও এখনকার সমাজে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য জিনিসটা বোধ হয় সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব কালে নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্যের উপর খাড়া হইয়া থাকিতে চায়, সুতরাং তখনকার দিনে মুখ্য ভাবে যাহা স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঠিক যদি সে সেই উদ্দেশ্যেই আবার আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লজ্জার ছাপ পড়িবে না।"

রানী নিরুপমার সম্পাদনায় নব পর্য্যায়ের 'পরিচারিকা' আট বৎসর (১৩২৩-৩১) সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল।

আন্নেসা। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে, বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; নারীকল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। 'আন্নেসা' "মোহম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত" হইত।

৪ মেয়েদের স্কুল-কলেজ হইতে সাময়িকভাবে পত্র-পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতা দেবী-সম্পাদিত মাসিক 'দীপালি' (ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ফাল্গুন ১৩২৭), সুবর্ণময়ী গুহ-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'দীপক' (পাবনা বালিকা-বিদ্যালয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৮), সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপ' (শিবপুর ভবানী বালিকাবিদ্যালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কিশোরী' (সুধা দেবী-সম্পাদিত, আশ্বিন ১৩৩৮), 'রূপরেখা' (জাহান-আরা চৌধুরী, পৌষ ১৩৩৯; পর-বৎসর হইতে 'বর্ষবাণী' নামে), 'সোনার কাঠি' (রাধারাণী দেবী, আশ্বিন ১৩৪৪), 'উৎসব' (শান্তা দেবী-সম্পাদিত, মাঘ ১৩৪৫) প্রভৃতির মত বার্ষিক সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বিবরণ সংকলন করিবার চেষ্টা করি নাই।

বাঙ্গলার কথা। ১৩২৮ সালের ১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় "বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র" 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলার কথা' প্রসঙ্গে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

"আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।.."

চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করিলে তৎপত্নী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) হইতে 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকা হন। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহাতে শরৎ চন্দ্রের অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শিক্ষার বিরোধ,' 'স্বরাজ সাধনায় নারী,' 'সত্য ও মিথ্যা,' 'মহাত্মাজী' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নব্যভারত। এই সুপরিচিত মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে (১২ ভাদ্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে

তৎপত্নী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪৩শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

শ্রেয়সী। ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পত্নী কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কণ্ঠে স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ সহ কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীনাঃ
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ শ্রেয়োরণীতে॥"
"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায় যে যেটা চায়॥
যে ন্যায় শ্রেয়—সে পায় কূল।
যে ন্যায় প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"
—কঠোপনিষদ্, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক

প্রধানত শান্তিনিকেতনবাসিনী মহিলাদের রচনা 'শ্রেয়সী'তে স্থান পাইত। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানি 'শান্তিনিকেতন' পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত পত্রের 'নারী-বিভাগ'-রূপে কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় ১৩৩০ সালের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত 'শ্রেয়সী' জীবিত ছিল।

সেবা ও সাধনা। ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা একা ইন্দুনিভা দাসই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাতৃ-মন্দির। ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যতম সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী প্রথম বর্ষের শেষে লেখেন :

"মেয়েদের মধ্যে সাধারণ রকম কিছু কিছু উপদেশ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপন-প্রচার—এ ব্যবসায়-বুদ্ধিটুকুও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুই তিন সংখ্যা বের হবার পর বোঝা গেল,

'রথ দেখা আর কলা বেচা' একসঙ্গে করতে গেলে রথ-দর্শন সার্থক হয় না, প্রাণের নিবেদন ঠাকুরের কাছে পৌঁছে না। আমরা অতঃপর ইহাকে মহিলাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকায় পরিণত করতে চেষ্টা পেয়েছি।" (চৈত্র ১৩৩০)

প্রথম পাঁচ বর্ষ (১৩৩০-৩৪) সুরবালা দত্ত এবং পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুশীলা নন্দী 'মাতৃ-মন্দিরে'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

বঙ্গনারী। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ হইতে এই মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিকা চিন্ময়ী দেবী।

শ্রমিক। সন্তোষকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় এই নামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা হিতৈষী। ৭০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে গুরুদয়াল সিংহের সম্পাদনায় কুমিল্লা হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কমনীয়কুমার সিংহ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি জীবিত রাখেন। ১৩৩১ (?) সালে কমনীয়কুমারের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা ঊর্মিলা সিংহ অনেক দিন 'ত্রিপুরা হিতৈষী' পরিচালন করিয়াছিলেন।(৫)

বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নবেম্বর) মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :

"বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহারই মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' বাংলার নারী-সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাংলার মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীশিক্ষার অবস্থা এবং নারী-জাতির উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

৫ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

"সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে এ যুগে কোন কার্য্যে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। নারীগণও তাঁহাদের উন্নতিসাধন মিলিতভাবে করিলে তাহা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া নারীগণ যাহাতে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সেই সহজ সরল সত্যটি নারীসমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই 'বঙ্গলক্ষ্মীর' প্রধান উদ্দেশ্য।"

'বঙ্গলক্ষ্মী' আগাগোড়াই মহিলা-হস্তে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সম্পাদিকাগণের কার্যকাল এইরূপ :

১৩৩২ অগ্রহায়ণ-১৩৩৩ চৈত্র	কুমুদিনী বসু, বি. এ.
১৩৩৪ বৈশাখ-কার্তিক	লতিকা বসু, বি. লিট্ (অক্সন)
১৩৩৪ অগ্রহায়ণ-১৩৫৫ কার্তিক	হেমলতা দেবী (ঠাকুর)
১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ	হেমলতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত

পাপিয়া। ঢাকা হইতে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় 'পাপিয়া' নামে ছোটদের একখানি সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে। পর-বৎসর ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় এবং '১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে।

অর্ঘ্য। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪; সম্পাদক প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর।

তরুণ শক্তি। মানভূমের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্মিসংঘ ও আশ্রমের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্রিকাখানি জন্মগ্রহণ করে; পুরুলিয়া হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিলে 'তরুণ শক্তি'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন রাজবালা দেবী।(৬)

আলোক। আলোক-সঙ্ঘের মুখপত্রস্বরূপ এই মাসিকপত্রখানি প্রভাত-রঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট পথিকে লেখক সমাজে ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত করা তোলাই হচ্ছে এর কাজ।"

৬ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

মুক্ত। সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; পরিচালিকা তরুবালা সেন; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭, শনিবার।

জয়শ্রী। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রথমে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। লীলাবতী নাগ (পরে 'রায়') ইহার সম্পাদিকা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য

"বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের চিন্তা ও কর্ম্মের গতি নির্দ্দেশ এবং ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন কার্য্যে স্থান গ্রহণের সহায়তা করা।"

একাধিক বার সরকারী লাঞ্ছনার ফলে মাঝে মাঝে 'জয়শ্রী'র অদর্শন ঘটিয়াছে। প্রথম বারে প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ থাকিয়া, ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার ছয় বৎসর বন্ধ থাকে। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাস (১১শ বর্ষ) হইতে 'জয়শ্রী' পুনরায় প্রচারিত হইতেছে; এই সংখ্যার সূচনায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"দীর্ঘ ছয় বৎসর পর জয়শ্রী আবার উপস্থিত করছে তার বক্তব্য দেশের কাছে।..

"জয়শ্রীর বলবার কথা কি? সর্ব্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়শ্রী করে চলেছে আপোষহীন সংগ্রাম। কিন্তু কেবলমাত্র পরাধীনতা দূর করার দ্বারাই নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে না। নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়শ্রীর ধারণা ও পরিকল্পনা ক্রমশঃ তার পাতায় প্রকাশ পাবে।

"রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'জয়শ্রী' সমাজতন্ত্রবাদী। তবে অর্থনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বকে সে স্বীকার করে না। সংস্কৃতি ও সমাজক্ষেত্রে জড়বাদী ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে বহুবাদী ব্যাখ্যায় সে বিশ্বাসী। বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তির মধ্য দিয়ে সে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেষ্টা কর্‌বে।"

'জয়শ্রী' মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা; বিভিন্ন সময়ে যাঁহারা ইহার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল :

১ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৮	লীলাবতী নাগ
২য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৯	শকুন্তলা দেবী
৩য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪০	ঐ, বীণাপাণি রায়, এম. এ. (শেষার্ধ)

৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪১	ঊষারাণী রায়
৫ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪২	ঐ
৬ষ্ঠ বর্ষ	প্রচার বন্ধ ছিল
৭ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৫-জ্যৈষ্ঠ '৪৬	লীলাবতী নাগ
৮ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৬-জ্যৈষ্ঠ '৪৭	লীলাবতী রায়
৯ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৭-জ্যৈষ্ঠ '৪৮	লীলা রায়
১০ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৮-চৈত্র '৪৮	ঐ
১১শ-১৩শ বর্ষ, ফাল্গুন '৫৩-মাঘ '৫৬	ঐ
১৪শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৭-	ঐ

অঙ্কুর। ইহা ছোটদের মাসিকপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮ (আগস্ট ১৯৩১)। সম্পাদক রেঃ সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম সংখ্যায় লেখেন :

"তোমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগী হইয়াছি।—আমি সৎ উদ্দেশ্যে দেশের বালক বালিকাদের কল্যাণার্থে স্বল্প মূল্যে ইহা প্রকাশ করিলাম।..এই কাগজখানি ভারতবিখ্যাত *Treasure Chest* নামক ইংরাজী কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উক্ত কাগজখানা যে ভাল এ বিষয় কাহারও অবিদিত নহে, সুতরাং উক্ত কাগজের অনেকাংশ বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইবে এবং যে সকল বালক বালিকা ইংরাজী জানে না তাহারাও তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবে।"

চতুর্দশ বর্ষ (আগষ্ট ১৯৪৪) হইতে 'অঙ্কুর' লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বি. এ., বি. টি-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

মহিলা বান্ধব। মহিলাদের এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন মিশনরী মহিলারা। আমরা বোলপুর হইতে প্রকাশিত ১৯৩২ সনের পত্রিকা (৪৮শ ভাগ) দেখিয়াছি; উহা মিসেস্ এস. কে. মণ্ডল-সম্পাদিত।

বুলবুল। এই পত্রিকাখানি বৎসরে তিন বার প্রকাশিত হইত। মহম্মদ হবিবুল্লা ও শামসুন নাহার ইহা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয়। 'বুলবুল' ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে লুপ্ত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

আগন্তুক। পরিমল মিত্রের পরিচালনায় এই মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে।

এডুকেশন গেজেট। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে অনুরূপা দেবী (কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) এই সাপ্তাহিক বার্তাবহের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।(৭)

রূপশ্রী। এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দেবী (ঘোষ) দুই বৎসর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অনুভব ও সাহিত্য। এই নামের একখানি মাসিকপত্র জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

গৃহ-লক্ষ্মী। ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি (শারদীয়া সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা কনকপ্রভা দেব 'নিবেদনে' লেখেন :

"দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীপ্রগতির গতি ও প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মকে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সংবাদপত্রের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীহট্ট, তথা সমগ্র আসামে মাতৃজাতির উন্নতিবিধায়ক নারী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র নাই। সেই অভাব যথাসাধ্য দূর করিয়া বাংলা ও আসামের নারীজাতিকে জগৎবরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এই 'গৃহ-লক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিলাম। জানি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম,—জানি আমাদের এই দরিদ্র পীড়িত দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ—পদে পদে লাঞ্ছনা ইহার পুরস্কার। তবুও ইহা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। ভরসা—মা, ভগিনী ও স্বদেশবাসিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আমার এ অযোগ্যতার ভিতর দিয়াও যদি নারীজাতির কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয় তবে জীবন সার্থক মনে করিব।"

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পরে 'ভাদ্র ১৩৪৫' সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এই সংখ্যাটিকে 'প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা'

---

৭ দ্র. 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৪১।

বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 'শারদীয়া সংখ্যা'; ইহাতে ২২-৯-৩৮ তারিখে ট্রেনে লিখিত 'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী' মুদ্রিত হইয়াছে। 'গৃহ-লক্ষ্মী'র ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মাঘ ১৩৪৫ হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয়—**'জাগৃহি'** "আসামের মহিলা-পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক"। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

> "'গৃহলক্ষ্মী' আজ 'জাগৃহি' নাম ধারণ করিয়া পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখক লেখিকাদের তাগিদ অপর দিকে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'গৃহলক্ষ্মী'র নাম পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় তাই আজ জাগৃহি নারী জাগরণের বার্ত্তা বহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা আমাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। নারী-জাতির যুগযুগান্তর সঞ্চিত বেদনার অবসানই আমাদের আদর্শ।"

আমরা 'জাগৃহি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার পর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না।

মন্দিরা। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

> "পত্রিকার নাম 'মন্দিরা' কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আশা করি 'মন্দিরা' নিজেই নিজের পরিচয় দেবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে ভালো পরিচয়। তবু, উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে কিছু বলা দরকার।
>
> "জাতির জীবনে আজ চলার গতিবেগ এসেছে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্ব্বদিকেই আজ মুক্তি-অভিযান সুরু হয়েছে। এই মুক্তি-অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় মন্দিরা।"

প্রথম দশ বৎসর 'মন্দিরা'র সম্পাদন-ভার মহিলা-হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল এইরূপ :

১৩৪৫ বৈশাখ - ১৩৪৬ চৈত্র		কমলা চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৭ বৈশাখ - ১৩৪৯ শ্রাবণ		কমলা দাশগুপ্তা
১৩৪৯ ভাদ্র - ১৩৫২	অগ্রহায়ণ	স্নেহলতা সেন
১৩৫২ পৌষ - ১৩৫৪ চৈত্র		কমলা দাশগুপ্তা

বিজয়িনী। শিলচর হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশ-কাল আশ্বিন ১৩৪৭; সম্পাদিকা অরুণ চন্দের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না চন্দ,

বি. এ.। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা এইরূপ লেখেন :

"মহিলা সমাজের নিজস্ব একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও এতদঞ্চলে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের পৌনঃপৌনিক ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়া বহু ভয় ভাবনার মধ্যে আমরা স্থানীয় 'নারীকল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী সমাজের সেবাকল্পে 'বিজয়িনী' নামক সাময়িক পত্র লইয়া আপনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম।..আমাদের পরম সৌভাগ্য যে যাত্রারম্ভে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে ইহার নামকরণ করিয়াছেন।..আমাদের মহিলাসমাজে দুঃস্থ সহায় সম্বলহীনার সংখ্যা অগণিত। বিজয়িনী প্রকাশ দ্বারা আর্থিক কোন লাভ হইলে তাহা দুঃস্থ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

আমরা প্রথম বর্ষের 'বিজয়িনী'র সংখ্যাগুলির সন্ধান পাইয়াছি। তাহার পর বোধ হয় ইহার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।(৮)

শিক্ষা। এই মাসিকপত্রখানির প্রথম প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৭; সম্পাদিকা অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত আছে :

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। "শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।"

প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'আমাদের কথা'য় প্রকাশ :

"সমগ্র জগৎ যখন রণকোলাহলে শব্দায়মান, আমাদের অস্তিত্ব যখন দোলায়মান, আমরা সেই সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিলাম; কারণ যত দিন বাঁচিয়া আছি তত দিন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যদি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন পারিব না? শিক্ষার পরিকল্পনা, তাহার আলোচনা ও বিচার, নিত্যকালের ব্যাপার, সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। আমাদের দেশে যাঁহারা এ বিষয়ে দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন তাঁহাদের সাধনার ফল আমরা কিছু পরিমাণে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে আমাদের চিন্তাও পরিণতি লাভ করিবে, এই আশায় 'শিক্ষা' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।"

৮ অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'গৃহ-লক্ষ্মী' ও 'বিজয়িনী' পত্রিকা দুইখানির সন্ধান দিয়াছেন।

'শিক্ষা' এখনও চলিতেছে। কেবল মধ্যে এক বৎসর চারি মাস ইহার প্রচার বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ৮ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৯) পর্যন্ত চলিবার পর তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩৫০, অগ্রহায়ণ হইতে।

আশ্রমী। কেশবলাল বসু ও কমলবাসিনী দেবীর সম্পাদনায় রংপুর হরিসভা হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনের ১লা জানুয়ারি।

মেয়েদের কথা। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। কল্যাণী সেন, এম. এ. ইহার সম্পাদিকা। "বঙ্গবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি" ইহার উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত ছিল।

'মেয়েদের কথা' নানা কারণে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; মাঝে মাঝে অদর্শনও ঘটিয়াছে। ১৩৫৩ সালে চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারিত হইবার পর ইহার বিলুপ্তি ঘটে।

জাগরণ। ত্রৈমাসিক পত্র, বাঁকুড়া তরুণী সঙ্ঘ হইতে সুলতানা বেগমের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।(৯) ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা অদৃশ্য হইয়াছিল।

প্রভাতী। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানিও বাঁকুড়া হইতে সুধা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৯।

অর্চ্চনা। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'অর্চ্চনা'র প্রথম আবির্ভাব। এই মাসিকপত্রের ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) হইতে চিত্রিতা দেবী অন্যতর সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯ ঠিক এই সময়ে বাঁকুড়া হইতে "অরুণকুমারী রায়"-সম্পাদিত 'নবীনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরুণকুমার রায় নামে এক ছাত্র তখন বাঁকুড়ায় কলেজে পড়িত, নিবাস বরিশালে। সে ভাল বাংলা লিখিতে পারিত। অরুণকুমারই "অরুণকুমারী" হইয়া 'নবীনা'র সম্পাদিকা হইয়াছিল।

মাতৃভূমি। এই মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫২) হইতে অমিতা দত্তমজুমদার, এম. এ. সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

পরিক্রমা। এই ঋতু-সংকলনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৩। সম্পাদিকা কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। ইহার মাত্র চারিটি সংখ্যা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহিলা। বীণা গুহ, এম. এ.-র সম্পাদনায় "মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র" 'মহিলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

> "মহিলাতে রসসাহিত্যের পরিবেশন করিতে গল্প উপন্যাস কবিতা ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রবন্ধাদি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি থাকিবে—অধিকন্তু থাকিবে মেয়েদের জ্ঞাতব্য ও ব্যাবহারিক দিক, যাহা বর্ত্তমানে অন্য কোনও পত্র পত্রিকায় থাকে না।..আমরা পরিকল্পনা করিয়াছি যে, মহিলাতে সাহিত্য ছাড়া, রূপচর্য্যা, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, দেহচর্চ্চা অর্থাৎ স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি, গৃহ ও গৃহস্থালী, সেলাই, রান্না, পরিচ্ছদ, চিত্রকলা, ও আল্‌পনা, সঙ্গীত, কুটীরশিল্প, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, শিক্ষা, নারীজাতির জ্ঞাতব্য ও আলোচ্য প্রশ্নোত্তর এবং কন্যা, জায়া ও জননীর কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকিবে। এতদ্ভিন্ন দেশ-বিদেশের নারী, সাময়িক অনুবাদসাহিত্য, মেয়েদের উল্লেখযোগ্য রচনার নাম, মেয়েদের সভা-সমিতির সংবাদ, মেয়েদের অভাব অভিযোগ, মেয়েদের খেলাধূলা প্রভৃতির সংবাদও নিয়মিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।"

'মহিলা'র দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী আশা দেবী, এম. এ. সম্পাদিকা নিযুক্ত আছেন; "সম্পাদনা-পরিষৎএর সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী"।

মহিলা-মহল। "মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত অ-দলীয় পাক্ষিক পত্রিকা"; সম্পাদিকা অঞ্জলি সরকার এম. এ., কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও গীতা বোস; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ আষাঢ় ১৩৫৪। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকাগণ প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

> "অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্রের মধ্যে 'মহিলা-মহলে'র একটি বিশিষ্ট আসন প্রাপ্য, কারণ, এর পরিচালনা এবং সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন মেয়েরা। বর্ত্তমান সমস্যা-বিড়ম্বিত দিনে মেয়েদের এমন একটি মুখপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন যার ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধেও নিজেরা আলোচনা

করতে পারেন। এমন কি সমাজকে সচেতন করতে পারেন, বিবিধ দুরারোগ্য কঠিন ও জটিল রোগ যা আমাদের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে বিপন্ন করে ব্যষ্টি ও সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। আর পারেন জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে। শুধু সাহিত্যের পসরা নিয়ে ভাবরাজ্যে বিচরণ করবার জন্যে 'মহিলা-মহলে'র আবির্ভাব নয়—মেয়েদের জীবনের সত্যিকারের যে সব সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে ক্ষয়রোগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য-জীবনকে নষ্ট করছে তার সমাধান করা এবং সমাজ-জীবন থেকে নানাবিধ কু-আচার ও কু-নীতিকে বিদেয় করতে 'মহিলা-মহল' কৃতসঙ্কল্প। 'মহিলা-মহল' নামকরণের উদ্দেশ্য নয় পুরুষদের এর এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা, যে ভাবে যেটুকু সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে, অকুণ্ঠিত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা' গ্রহণ করা হবে। তবে মেয়েদের উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশে যেন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এই অ-দলীয় পত্রিকাটি।"

১৩৫৫ সালের ১লা আষাঢ়-সংখ্যা হইতে অঞ্জলি সরকার একাই পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ১৩৫৬ সালের ১লা ভাদ্র হইতে গীতা বোস 'মহিলা-মহল' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫৭) হইতে ইহা মাসিকে পরিণত হইয়াছে।

সংগঠন। ১৩৫৪ সালের ২রা শ্রাবণ এই নামের একখানি পাক্ষিক পত্রিকা শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে :

"'সংগঠন' সাহিত্যিক-ও-সাহিত্য-ঘেঁষা পত্রিকা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জাতির এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির ও সংযমের যথাযথ বিকাশে যে রচনা সাহায্য করিবে ও যে রচনার প্রয়োজন থাকিবে তাহাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 'সংগঠনে'র বিশেষ অঙ্গ হইবে "চিন্তয়াসি", সংবাদ সংগ্রহ, গঠনকর্ম্ম-বিবরণ, কর্ম্মী, সংবাদ, জাতীয় সঙ্গীত ও স্বরলিপি, জাতীয় পুস্তক পরিচয় ও প্রশ্ন উত্তর। এতদ্ভিন্ন গঠনকর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা কর্ম্মিগণের ও বিশেষজ্ঞগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে এবং গঠনকর্ম্মিগণ যে ভাবধারা দেশে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন তাহার দ্রুত প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রচারপদ্ধতি ও তাহার জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত গান, নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে। জাতিগঠনের মূল নীতি ও বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাতে এই গঠনকর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই 'সংগঠনে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।"

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শচীন্দ্রনাথ শোচনীয় ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী অংশুরাণী মিত্র পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫৪) হইতে 'সংগঠন' পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা হইতে 'সংগঠন' মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বেগম। নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় "মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক" 'বেগম' প্রকাশিত হয় ৩রা শ্রাবণ ১৩৫৪ (২০ জুলাই ১৯৪৭)। ইহা মুসলিম নারীদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। "নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন এই সাপ্তাহিকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" প্রথম বর্ষের ১২শ সংখ্যা (২রা নবেম্বর) হইতে নূরজাহান বেগম একক পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

শতাব্দী। মাসিক পত্র, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৪; সম্পাদক মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রকাশ :

"বাঙ্গালার এক দুর্যোগময় সংকটমুহূর্ত্তে 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করল। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস আজ দুঃখভারাক্রান্ত। শারদ-শ্রী আজ বাঙ্গালাকে আনন্দ দান করতে পারছে না আজ বাঙ্গালা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বিমর্ষ। আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের মুখে বাঙ্গালাকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে বিভক্ত হতে হয়েছে।..

"নূতন জাতি, নূতন দেশ গঠন করবার মহান্ ব্রতে আমরা সবাইকে আহ্বান করি!.. আজ মায়ের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা নেবো—আমরা বৃথা সময় ক্ষেপণ করবো না, প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমরা জাতিগঠনমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত করবো, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেদের মনকে পঙ্কিল করে তুলবো না, জাতির কল্যাণে মনকে সব সময় নিয়োজিত করবো। আজ আমাদের একটি মাত্র ব্রত, সে ব্রত হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা।..

"সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বংস করে, তারই উপর আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আদর্শ সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মহান্ ব্রত নিয়ে আজ সবাইকে বৃহৎ সংহতির সাধনায় নিয়োজিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন তাকে নৈতিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—'শতাব্দী'র ব্রত হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতাব্দী' জনগণকে

সচেতন করে তুলবে। তাই 'শতাব্দী' আজ তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে : তাদের সকল শক্তি দিয়ে—'শতাব্দী'র ব্রতকে সার্থক করে তুলুন।"

'শতাব্দী'র আর একটি মাত্র সংখ্যা ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা "শতাব্দীর বিশেষ শিশু ও মহিলা সংখ্যা"।

ললিতা। সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা অরুণা বসু। ১৯৪৭ সনের শেষার্ধে ইহার একটি মাত্র সংখ্যা বউবাজার, মডার্ন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

তরুণের স্বপ্ন। ১৯৪৮ সনের ২৩শে জানুয়ারি (নেতাজীর জন্মতিথি) এই সচিত্র সাপ্তাহিকের প্রথম আবির্ভাব। ইহার সম্পাদিকা মালবিকা দত্ত। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাপ্তাহিকটির নাম দিয়েছি আমরা 'তরুণের স্বপ্ন'। এ থেকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায় যে পত্রিকাটি হতে চলেছে তরুণ সমাজের মুখপত্র—সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি; সব কিছু মিলিয়ে তরুণ মনের বিভিন্ন চিন্তাধারার যে সমন্বিত রূপ, হাজার হাজার তরুণজীবন স্বদেশের উন্নতিকল্পে যে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেন মনে মনে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে 'তরুণের স্বপ্নে'র পাতায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ জন্মলাভ করেছে এ সাপ্তাহিকটি।"

বর্তমানে 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিক পত্রে পরিণত হইয়াছে।

উজ্জ্বল ভারত। মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ), সহ-সম্পাদক রেণু মিত্র, এম. এ.; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মাঘ ১৩৫৪।

"উজ্জ্বল ভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে, এবং সে সবের মধ্যে একটি organic জীবনের সমগ্রতার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

প্রথম সংখ্যার সূচনায় 'আমাদের কথা' মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতে প্রকাশ :

"ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশকবলমুক্ত। এই মুক্ত ভারতকে মথিত করিয়া একটি উজ্জ্বল ভারত এবং তাহার অনুপ্রেরণায় একটি 'এক জগৎ' (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেজস্বী ব্যাখ্যান-

সাহিত্য সৃষ্টি এবং তাহারই ভিত্তিভূমিতে বাস্তবের দেশে, সর্ব্ববিধ সংগঠনক্ষেত্রে তাহার কর্ম্মগত ছন্দের ও প্রয়োগ-কৌশলের সম্যক্ আস্বাদন করাই এই উজ্জ্বল-ভারত পত্রের পরম প্রয়োজন।"

'উজ্জ্বল ভারত' এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ছেলেমেয়ে। এদের যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে। সম্পাদিকা বাণী হালদার ও বেলা ভট্টাচার্য। 'ছেলেমেয়ে' একখানি সুপরিচালিত সচিত্র পত্রিকা, কিন্তু ইহা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক, কোনো পর্যায়েই পড়ে না। এ যাবৎ ইহার তিনটি মাত্র খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে :

১ম খণ্ড	শ্রাবণ ১৩৫৫ (১৫ই আগস্ট ১৯৪৮)
২য় খণ্ড	মাঘ ১৩৫৫
৩য় খণ্ড	আশ্বিন ১৩৫৬

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে শিশু পালনের অব্যবস্থায় যে শত শত অনাদৃত শিশু রুগ্ন, অসহায়—বিকলাঙ্গ হয়ে জাতিকে পঙ্গু ক'রে তোলে, তার অবসান ঘটুক। 'শিশু ভাবী জাতির পিতা, জাতির মেরুদণ্ড'—এই উপলব্ধি শুধু মুখের কথায় পর্য্যবসিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে তোলার প্রয়াস যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহে জাতির সম্পদ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও লালনের সুব্যবস্থার পূর্ণ আয়োজন হোক্।"

ঘরে বাইরে। ইহা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাসিক মুখপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৫; সম্পাদিকা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জুশ্রী দেবী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"'ঘরে বাইরে' কি লিখবে, কি বলবে, কাদের কথাকে তুলে ধরবে সামনে—প্রশ্ন আসবে পাঠক পাঠিকাদের তরফ থেকে। বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে এর উত্তরও খুব অজানা নয়। আত্ম-রক্ষা সমিতি সেই মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান,—যারা সমাজে, সংসারে, অর্থনীতি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় না কোনদিন; বঞ্চিত হয় সকল রকম অধিকার

থেকেই। এই মেয়েদের সঙ্গত অধিকারের দাবী নিয়েই আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলন। যে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা নারীর শক্তিকে করে অপচয়, বঞ্চিত করে তাকে মানুষের অধিকার থেকে—সে ব্যবস্থাকে 'সুশাসন' বা সুবিচার বলে মেনে নেয় নি আত্মরক্ষা সমিতি, নেবেও না কোনদিন। এই বঞ্চিত মানুষের কথাকেই 'ঘরে বাইরে' পেঁছে দেবে ঘরে ঘরে। এদেরই বঞ্চিত জীবনের লাঞ্ছিত চেহারাকে কথায়-কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলবে 'ঘরে বাইরে'।

"এক ফালি জমির অভাবে যে কৃষক-বধূর শান্ত-সুশ্রী সংসারখানি উৎসন্নে গেল, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়েও যে মজুর মেয়েটি শিশুর মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারলো না, বেকার স্বামীর সংসারে যে মেয়েটি স্বামী-সন্তানের উপোস সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিল—তাদের খবর সংবাদপত্রে স্থান পায় না। অথচ এই তো আমাদের সোনার বাংলার ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র পাতায় পাতায় আসন নেবেন এঁরাই; আর আসন নেবেন তাঁরা—যাঁরা মুখ বুজে মরণকে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে পা দিয়েছেন, অপমৃত্যুর হাত থেকে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান নি যাঁরা।

"এই তো গেল ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র দরজা খোলা থাকবে দেশবিদেশের বোনদের জন্যও সাগ্রহ, সমাদরে। সমস্যায় ও সংগ্রামে যাদের মিল আছে, সমাধানের পথে যারা অগ্রণী, ভৌগোলিক সীমারেখা টেনে নাম তাদের বিদেশী হলেও, দূরের মানুষ নয় তারা। এমনি আপন জনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে সঙ্কোচ করবে না 'ঘরে বাইরে'।..

"মেয়েদের মুখপত্রে শুধু কি নীরস, কঠোর, একঘেয়ে বঞ্চিত জীবনের ঘ্যানঘ্যানানি দিয়ে থাকবে ঠাসা? আর ঠাঁই হবে না সরস মধুর গল্প-কবিতা-সুসাহিত্যের? সুসাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা না তুলেও মুখপত্রের তরফ থেকে এর সহজ জবাব হোল—'নিশ্চয়ই হবে'। শুধু স্মরণ রাখতে অনুরোধ—নিরুদ্দেশ যাত্রা 'ঘরে বাইরে'র নয়। যুগান্তের বঞ্চনা, মানুষ্যত্বের চরম অবমাননা, নারীত্বের সীমাহীন লাঞ্ছনা থেকে যে মেয়েরা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইছে—সুসাহিত্য তাদের মনে আনবে আশা, বুকে দেবে ভরসা—শিল্পীর কাছে সাধারণ মানুষের দাবী তো এই-ই।..

"লেখিকারা লিখবেন আর পাঠিকারাই পড়বেন—এমন পর্দ্দানশীন জেনানা মহল মোটেই নয় কিন্তু 'ঘরে বাইরে'। এ ব্যাপারে সমান অধিকার ঘোষণা থাকলো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।"..

চার-পাঁচ সংখ্যার পর সম্পাদিকা 'ঘরে-বাইরে' প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হন।

একাল। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা শিপ্রা গুহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৫৫। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"আজকের দিনে মানুষের নিরপেক্ষ সত্যবোধ ও সত্যপ্রকাশই একমাত্র পাথেয়। সেই নিরপেক্ষ সত্যবোধই 'একালে'র প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করবে। 'একালে'র মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হবে মানুষের মনুষ্যধর্ম্মী মনের দ্বারা।..'একাল' শুধু সংকীর্ণতম বর্ত্তমানের অরাজকতা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মহাযুদ্ধের অসহায় আর্ত্তনাদ নয়, 'একাল' সেই আগামী কালের মুখপাত্র, সেই দিনের পথপ্রদর্শক, সেখানে মানুষের দুঃখের শান্তি, সভ্যতার কল্যাণী রূপ। 'একালে'র কথা শুধু সর্ব্বনাশের কথা নয়; সে কথা—প্রতিশ্রুতির কথা, অঙ্গীকারের কথা।

"এই যান্ত্রিক সভ্যতাক্লিষ্ট মানুষের মনে যে সনাতন সত্য আর্ত্তনাদ করছে তাকেই মুক্ত করার কাজ 'একালে'র।..সেই সত্যই মানুষকে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যা নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ। 'একাল' সেই মানব সভ্যতার জন্মলগ্নে সত্যের পূজারী হতে চলেছে। তার প্রকৃত পরিচয় মানুষের শুভ বুদ্ধির নিরপেক্ষ সত্য নির্ণয়েই।..

"আমি সেই সাধারণ লেখক সমাজকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—যাদের মাথায় আছে নতুন চিন্তাধারা, কলমে আছে জোর কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রের অভাবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত। এ ছাড়া 'একাল' পত্রিকা প্রকাশের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

ইহার মাত্র দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় বা শেষ সংখ্যার তারিখ ২৬ কার্তিক ১৩৫৫।

শ্রীমতী। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব ১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"আমাদের দেশ ও সারা পৃথিবীতে নানান কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে; কিন্তু সমস্যা রয়েছে, একথা জোর গলায় প্রচার করলেই সমস্যার সমাধান হয় না।.. আমাদের দরকার এখানে সমস্যাগুলি ভাল ক'রে তলিয়ে বোঝবার; আমরা মেয়েরা, সেখানে কি করতে পারি, কোন পথ ধরতে পারি, বাঁ কি ডাইনে কোন মোড় নিতে পারি, এ সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে ব'লে মনে করি।—আমাদের আশা আছে, সন্ধানী আলো যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে কোথায় প্রশস্ত পথ, কোথায় খানা ডোবা, কোথায় পথচলা সরু বাঁকা পথ, কোথায়

ভাঙ্গা সেতুর নির্দেশ দেয়, তেমনি এখানেও; কোথায় আমরা রয়েছি, ও কোন রাস্তা ধরে কত দূর যেতে পারি, তার থেকে একটা আন্দাজ অন্তত আমরা সেই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে পাব। অন্ধকারে, বিচারবুদ্ধিহীন আবেগে কিছু একটা করার তাগিদে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে পথঘাট জেনে অগ্রসর হওয়া ভাল নয় কি?

"আর একটা খুব বড় অথচ সহজ সত্য আছে, যেটা আমরা ভুলে যাই বা যার যথেষ্ট মর্যাদা দিই না। আমরা ভুলে যাই যে দেশের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, আমাদের বাড়ীঘরকে সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত করবার, আমাদের ছেলেমেয়েদের সুস্থ, শিক্ষিত ও যথাযথভাবে গড়ে তোলবার, আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রীতি ও স্নেহের ভিত্তিতে স্থাপন করার, রুচি ও কলার অনুশীলন করার, পুরোনো-কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা কখনও যাবে না। এদের দাবী কমবে না বরং বাড়বে। রাজনীতিক বা অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যত এগিয়ে যাই-ই না কেন, আমাদের পারিবারিক জীবন যদি অসুস্থ, অজ্ঞ ও কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহলে অন্য সব উন্নতি স্থায়ী হবে না; তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। এ সম্বন্ধে শুধু সজাগ নয়, আমাদের সক্রিয় হ'তে হবে। এই পত্রিকা যদি সামান্যভাবেও সেদিকে সাহায্য করতে পারে, তবে তার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য কতটা সফলতা সে বিষয় লাভ করবে, তা' নির্ভর করে পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতায় ও নির্ভীক সমালোচনায়। আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব—ও সেই ভাবে পত্রিকাখানিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করব।.."

'শ্রীমতী' এখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জয়া। ভূতপূর্ব 'ঘরে বাইরে'-সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী দেবী ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সরকার ইহার প্রচার রহিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই 'ভাগবতীকথা পত্রিকা' মাসিক আকারে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কিরণচন্দ্র দে চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নবম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৬) হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন অনুরূপা দেবী।

সুলতানা। "পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৯। সম্পাদিকা বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু। বাংলার মহিলা-সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া এই

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই; ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ ২৯এ এপ্রিল।

নওবাহার। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫৬; সম্পাদিকা মাহ্‌ফুজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তাফার পত্নী। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

" 'নওবাহার' কোন দলীয় প্রচার-পত্র নয়। এ নিছক একখানি সাহিত্য-পত্র। ইহাতে থাকিবে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ। বাস্তব রাজনীতির কোন আলোচনা ইহাতে থাকিবে না, তবে রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন—যাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—তাহার আলোচনায় বাধা নাই।

"পাকিস্তান-বিরোধী কোন বিষয়বস্তুও 'নওবাহারে' স্থান পাইবে না; তবে প্রয়োজন বোধে কোন কোন বিষয়ে সুস্থ গঠন-মূলক সমালোচনা ও ইঙ্গিত দ্বারা গভর্নমেণ্ট এবং দেশবাসীকে আমরা সাহায্য করিব।..

"নারী-প্রগতি 'নওবাহারে'র অন্যতম সাধনা হইবে। তবে নারী-প্রগতির আধুনিক বিকৃত আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না। নারীর সত্যিকার জাগরণই আমরা কামনা করিব। ইসলাম নারীজাতিকে যে অধিকার ও মর্য্যাদা দিয়াছে, তাহাকে সমাজে আমরা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। পাকিস্তানের নারীরা যাহাতে পাকিস্তানমনাঃ হইয়া উঠেন; গৃহ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মুসলিম জাহানের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ যাহাতে তীক্ষ্ম হয়, এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ব-সভায় যাহাতে বাংলার মুসলিম নারী তাঁহার গৌরবময় আসন লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য 'নওবাহার' সর্ব্বদাই তাঁহাদের খিদমতে হাজির থাকিবে।"

মানসী। "পূর্ব্ববঙ্গের অভিজাত মাসিক পত্রিকা", পাবনা হইতে ১৩৫৭ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। সম্পাদিকা—কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত, সহঃসম্পাদিকা—অণিমা গুপ্তা।

এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ নয়। দ্রুত ধাবমান কালের সহিত তাল রাখিয়া নারীরাও চলিতে চাহিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠ মুখর হইয়াছে। বর্ষারম্ভে নবাঙ্কুরের মত নব নব পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিয়াছে, আবার কালের স্রোতে তাহাদের বিলয়ও ঘটিয়াছে, আমাদের কাল পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভাব পেঁাছায় নাই। উপযুক্ত কর্ম্মী সন্ধানের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে, আমার বিশ্বাস আছে, বাঙালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস এক দিন উদ্ঘাটিত হইবে। সে কাজের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

বিষয়-সূচী

অংশুরাণী মিত্র ২৭
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৪
'অঙ্কুর' ২১
অঞ্জলি সরকার ২৬-৭
'অনাথিনী' ৩
অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪
'অনুভব ও সাহিত্য' ২২
অনুরূপা দেবী ২২, ২৬, ৩৩
'অন্তঃপুর' ৯
'অবলাবান্ধব' ১
অমিতা দত্তমজুমদার ২৫
অরুণা বসু ২৯
'অর্ঘ্য' ১৯
'অর্চ্চনা' ২৫

'আগন্তুক' ২২
'আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা' ১২-৫
'আম্রেসা' ১৫
আরতি দত্ত ১৯
আরতি দেবী ১৯
আর্যনারীসমাজ ৫-৬
'আলোক' ১৯
আশা দেবী ২৬
'আশ্রমী' ২৫

ইন্দিরা দেবী ১২
ইন্দুনিভা দাস ১৭

'উজ্জ্বল ভারত' ২৯
'উৎসব' ১৫
উমেশচন্দ্র দত্ত, মজিলপুর ১
ঊর্মিলা সিংহ ১৮
ঊষারাণী রায় ২১

'একাল' ৩১-২
'এডুকেশন গেজেট' ২২

কমলবাসিনী দেবী ২৫
কনকপ্রভা দেব ২২
কমলা চট্টোপাধ্যায় ২৩
কমলা দাশগুপ্তা ২৩
কমলা মুখোপাধ্যায় ২৬
কল্যাণী সেন ২৫
কাদম্বরী দেবী ৪
কামিনী শীল, কুমারী ৭
কিরণবালা সেন ১৭
'কিশোরী' ১৫
কুমুদিনী মিত্র (বসু) ৯, ১২, ১৯
কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস ১২
কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ৮
'খৃস্টীয় মহিলা' ৭

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১১
গীতা বোস ২৬-৭
'গৃহ-লক্ষ্মী', শ্রীহট্ট ২২
'গৃহলক্ষ্মী' ১২
'ঘরে বাইরে' ৩০-১
চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু ১৬
চিত্রিতা দেবী ২৫
'ছেলেমেয়ে' ৩০

'জয়শ্রী' ২০-১
'জয়া' ৩৩
'জাগরণ' ২৫
'জাগৃহি' ২৩
জাহান-আরা চৌধুরী ১৫
জাহানারা আর্‌জু ৩৩
'জাহ্নবী' ১১
জ্যোৎস্না চন্দ ২৩
জ্যোৎস্নারাণী দত্ত ৩৪
জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত ২২
'জ্যোতিরিঙ্গণ' ১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ৫, ১৩
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৮
'তরুণশক্তি' ১৯
'তরুণের স্বপ্ন' ২৯
তরুণী সঙ্ঘ, বাঁকুড়া ২৫
তরুবালা সেন ২০
'ত্রিপুরা হিতৈষী' ১৮
থাকমণি দেবী ৩
'দীপক' ১৫
'দীপালি' ১৫
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ১৭
'নওবাহার' ৩৩-৪
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩
'নবীনা' ২৫
'নব্যভারত' ১৬-৭
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১১
'নারী-শিক্ষা' ১
নারীকল্যাণ সমিতি, শিলচর ২৪
নিরুপমা দেবী ৬, ১৫
নূরজাহান বেগম ২৮

'পরিক্রমা' ২৫
'পরিচারিকা' ১, ৫, ৬, ১৫
'পরিচারিকা', নব পর্যায় ৬, ১৫
পরিমল মিত্র ২২
'পাপিয়া' ১৯
'পুণ্য' ৮-৯
প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ৮-৯
প্যারীচাঁদ মিত্র ১
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই ১
প্রতিভা দেবী ১২
'প্রদীপ' ১৫
প্রভাবতী পাইন ১৯
'প্রেম ও জীবন' ১২
ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী ১৭

'বঙ্গনারী' ১৮
'বঙ্গবাসিনী' ৭-৮
'বঙ্গমহিলা', পাক্ষিক ২-৩
'বঙ্গমহিলা', মাসিক ১
'বঙ্গলক্ষ্মী' ১৮-৯
বনলতা দেবী ৯
'বর্ষবাণী' ১৫
'বাঙ্গলার কথা' ১৬
বাণী হালদার ৩০
'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১
'বালক' ৮
'বালারঞ্জিকা' ১
বাসন্তী চক্রবর্তী ১০
বাসন্তী দেবী ১৬
'বিজয়িনী' ২৩-৪
'বিনোদিনী' ৩
বিভাবতী সেন ১৯
'বিরহিণী' ৮
বিরাজমোহিনী রায় ৯
বীণা গুহ ২৬
বীণাপাণি রায় ২০
'বুলবুল' ২১
'বেগম' ২৮
বেলা দেবী (ঘোষ) ২২
বেলা ভট্টাচার্য ৩০

'ভারত-মহিলা' ১০-১
'ভারত-লক্ষ্মী' ১২
'ভারতী' ৪-৫
'ভারতী ও বালক' ৫, ৮
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪
ভুবনমোহন সরকার, ডাক্তার ১
ভুবনমোহিনী দেবী ৩

মঞ্জুশ্রী দেবী ৩০, ৩৩
মণ্ডল, এস. কে., মিসেস ২১
'মন্দিরা' ২৩
'মহিলা' ২৬
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ৩০
'মহিলাবান্ধব' ২১
'মহিলামহল' ২৬-৭
'মাতৃভূমি' ২৫
'মাতৃ-মন্দির' ১৭-৮
'মানসী' ৩৪

মালবিকা দত্ত ২৯
'মাসিক পত্রিকা' ১
মাহ্‌ফুজা খাতুন ৩৩
'মাহিষ্য-মহিলা' ১২
মীরা চৌধুরী ৩২-৩
'মুকুল' ১০
'মুক্ত' ২০
'মেয়েদের কথা' ২৫
মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১
মোহিনী দেবী ৫-৬
যোগমায়া মাতাজী ১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ৮
রাজবালা দেবী ১৯
রাধানাথ শিকদার ১
রাধারাণী দেবী ১৫
'রূপরেখা' ১৫
'রূপশ্রী' ২২
রেণু মিত্র ২৯
লতিকা বসু ১৯
'ললিতা' ২৯
লাবণ্যপ্রভা মল্লিক ২১
লাবণ্যপ্রভা সরকার ১০
লীলাবতী নাগ (রায়) ২০-১
লীলাবতী মিত্র ৯
শকুন্তলা দেবী—'জয়শ্রী' ২০
শকুন্তলা দেবী—'মুকুল' ১০
'শতাব্দী' ২৮
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬
শরৎকুমারী চৌধুরাণী ৪, ৫
শান্তা দেবী ১৫, ১৯
শান্তিময়ী সেন ১২
শামসুন নাহার ২১
'শিক্ষা' ২৪
শিপ্রা গুহ ৩১
শিবনাথ শাস্ত্রী ১০
শ্যামাঙ্গনী দে ৮
'শ্রমিক' ১৮
'শ্রীমতী' ৩২
'শ্রীরামকৃষ্ণ' ৩৩
'শ্রেয়সী' ১৭
'সংগঠন' ২৭
'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ১৩
সন্তোষকুমারী গুপ্তা ১৮
সফিয়া খাতুন, বেগম ১৫
সরযূবালা দত্ত ১০
সরলা দেবী ৫
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ১৮
সীতা দেবী ১৫
সুখতারা দত্ত ৯
সুচারু দেবী ৬
সুজাতা ঘটক ২৮
সুধা ঘোষ ২৫
সুধা দেবী ১৫
সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫
'সুপ্রভাত' ১২
সুফিয়া কামাল ২৮, ৩৩
সুবর্ণময়ী গুহ ১৫
সুরবালা দত্ত ১৮
'সুলতানা' ৩৩
সুশীলাবালা দেবী ৪
'সেবা ও সাধনা' ১৭
'সোনার কাঠি' ১৫
'সোহাগিনী' ৮
স্নেহলতা সেন ২৩
স্বর্ণকুমারী দেবী ৫
স্বর্ণপ্রভা সেন ২৪
'হিন্দুললনা' ৪
হিরণ্ময়ী দেবী ৫
হেমন্তকুমারী চৌধুরী ৯
'হেমলতা' ১
হেমলতা দেবী (ঠাকুর) ১১
হেমলতা দেবী—'প্রেম ও জীবন' ১২
হেমলতা দেবী—'মুকুল' ১০